TARBIAH | 1441 | 2020 | ISSUE-5

তারবিয়াহ



AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস



সূচী

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে, যিনি আমাদেরকে সকল বাধা উপেক্ষা করে দ্বীনের সহিহ রাস্তায় এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, এবং তার পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত দ্বীনে হক্কের অনুসারি মুজাহিদিনের উপর।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা !

'তারবিয়াহ' ম্যাগাজিনের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক, প্রস্তুতকারী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সকল ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন। আমাদের এই সংখ্যায় রয়েছে, নসিহা, বিধি-বিধান ও সংশয় নিরসন সংক্রান্ত আলোচনা। আরো রয়েছে পূর্বসুরিদের স্মৃতিচারণ এবং হক্কের প্রতি উদ্বুদ্ধ কারি আরো কিছু পাথেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা !

বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কারণে পুরো বিশ্ববাসী আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আছে। সাথে সাথে বহু মানুষের আকিদা-বিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে কি আমরা ভেবে দেখেছি যে, এক্ষেত্রে ইসলাম আমাদেরকে কি বলে? অথচ মু'মিনের কাজই হচ্ছে, তার সামনে যখন যা আসবে তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে যে, ইসলাম আমাকে এক্ষেত্রে কি বলে? ঠিক তদ্রূপ "করোনা ভাইরাস" নামক মহামারির ক্ষেত্রেও আমাদেরকে জানতে হবে যে, ইসলাম এবিষয়ে কি বলে? আসুন আমরা জেনে নিই ইসলাম আমাদেরকে কি নির্দেশনা দেয় সে সম্পর্কে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা !

যখন কোনো জনপদে মহামারি দেখা দিবে তখন মানুষের জন্য করনীয় হলো- 'সর্ব প্রথম তাকদীরকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকদীরের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। সাওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহর কাছে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য চাওয়া।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব অবস্থায় উম্মতকে সান্ত্বনা দিতেন। হাদিস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

অর্থ: আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি বলেছেন 'মহামারি আল্লাহ তাআলার একটি শাস্তি, তিনি তা যাকে ইচ্ছা তাকে দেন। তবে আল্লাহ তা'আলা তা মু'মিনদের জন্য রহমত আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কোন বান্দা মহামারিতে আক্রান্ত হলে, সে যদি মহামারি আক্রান্ত এলাকায় সবরের সাথে সওয়াবের বিষয় মনে করে অবস্থান করে, আর এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে মারা গেলে শহিদের সওয়াব পাবে।' (বুখারি হাদিস নং ৩৪৭৪)

যারা আল্লাহ তাআলার উপর অগাধ আস্থা এবং বিশ্বাস রাখে, সেসব লোকের দেহে যদি কোনো কাটার আঘাতও লাগে, তবে তারা আল্লাহর কাছে এর বিনিময় পাবে। সুতরাং যারা মহামারির ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য এটি মহামারি নয়। এদের জন্য এটি আল্লাহর রহমত। এর মাধ্যমে তাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। সাথে সাথে নিম্নের দু'আটিও সর্বদা আমল করতে থাকা।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি শ্বেত রোগ থেকে আশ্রয় চাই। মাতাল হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই। কুষ্ঠু রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আর দূরারোগ্য ব্যাধি (যেগুলোর নাম জানিনা) থেকে আপনার আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

তিরমিজি শরীফে এসেছে, আরও একটি দু’আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে বলেছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَ الْاَدْوَاءِ

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বিভিন্ন (বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট) রোগ বালাই থেকে আশ্রয় চাই।’ (তিরমিজি)

সুতরাং কোনো অঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে না যেয়ে ঐ অঞ্চলেই ধৈর্য ধারণ করে বসবাস করা। যারা সে অঞ্চল থেকে না পালিয়ে ধৈর্য ধারণ করে অবস্থান করবে, যদি তারা সেখানে মারাও যায়, এটি হবে তার জন্য শহিদি মৃত্যু। কারণ হাদিসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন-

‘আমার উম্মত কেবল যুদ্ধ ও মহামারিতেই ধ্বংস হবে।’

তাই যে এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়বে সেখানে অবস্থান করে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহিদ বলে আখ্যায়িত হবে। আর মহামারি এলাকা থেকে যে পালিয়ে আসবে তাকে জিহাদ থেকে পলায়নকারীর মতোই গণ্য করা হবে।

যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজেদের সঙ্গীসাথীদের সহযোগিতা না করে পলায়ন করাকে হাদিসে যেমন কবিরা গোনাহ আখ্যা দেয়া হয়েছে, তেমনি কুরআনে জিহাদ থেকে পলায়নকারীকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হওয়ার ধমকি শোনানো হয়েছে। তাই মহামারি আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করা জিহাদ থেকে পলায়ন করার মতই।

করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এলাকার মানুষের জন্য এ বিধান। ভাইরাস আক্রান্ত এলাকা থেকে যেমন কেউ পালিয়ে অন্যত্র যাবে না তেমনি বাহিরের অঞ্চল থেকেও ভাইরাস আক্রান্ত এলাকায় যাওয়া ঠিক নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন। হাদিস শরীফে এসেছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘যখন কোনো এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ে তখন যদি তোমরা সেখানে থাকো তাহলে সেখান থেকে বের হবে না। আর যদি তোমরা বাইরে থাকো তাহলে তোমরা সেই আক্রান্ত এলাকায় যাবে না।’ (বুখারি ও মুসলিম)

এ সবই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা। এ নির্দেশনা পালনে কোনরূপ খুঁত তালাশ না করা। মুসলমানের কাজ হচ্ছে তাঁর এই নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা। ইসলাম সব বিষয়ই মধ্যপন্থা শিক্ষা দেয়। মহামারির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা তাই যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে গেছেন। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে এই নির্দেশনাগুলো মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে বলছি সকলেরই একথা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, জীবন দেওয়ার মালিক আল্লাহ, নেওয়ার মালিকও আল্লাহ। আল্লাহর হুকুম ও ফয়সালা অনুযায়ীই সকলের মৃত্যু হবে। তাঁর ফয়সালার বাহিরে অন্য কোন কিছুই মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা রাখেনা। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ রেখে জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন, সবশেষে শহিদী মরণ দান করুন। আমীন।



যুবকদের জন্য নসিহা

শাইখ সুলায়মান আল উলওয়ান হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ: মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখছি যে, কিভাবে কিছু কিশোররা তাদের নীতি হতে দোদুল্যমান। তারা সহজেই তাদের নীতি হতে সরে পড়ে এবং অটল থাকতে পারেনা। তারা ঘুরে যায় ঠিক রাজনীতিবিদদের মতো এবং বাস্তবতাও ঘুরে যায়। এমনটা হবার অনেকগুলো কারণ আছে। আমি এখানে প্রধান প্রধান কারণগুলো বর্ণনা করছি –

প্রথমত: কিছু লোক প্রকৃত ঘটনা ও ধর্মের বাস্তবতা এড়িয়ে যায়। তাই তারা ইবনে তাইমিয়্যাহর পায়ের কাছাকাছি না গিয়েও নিজেদেরকে তাঁর সমপর্যায়ের মনে করে। ফলে তারা নিজেদেরকে এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়, যা তাদের পক্ষে সামলানো সম্ভব হয়না। তারা ইবনে তাইমিয়্যাহর জীবনী ও উক্তিগুলো পড়েছে এবং যা তিনি করেছেন তা তারা করতে চায়। কিন্তু তাদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়্যাহর প্রাথমিক আদবগুলো অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা শুধু ফলাফলটা গ্রহণ করে, ফলাফল অর্জনের উপায়টা নয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা এমনটা করে নিজেকে এবং নিজের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর সে নিজেকে পরীক্ষার সামনে উপস্থিত করে না কেননা সে এগুলো সহ্য করতে পারবে না। কিছু দ্বীনি কিশোররা বলে যে, তারা নিজেদের বিসর্জন দিতে চায় এবং তারা এমন কিছু করে যা হয়ত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তারা সঠিকভাবে কাজটি করে না, যেভাবে কাজটি করতে হয়। তাই তারা এমন কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যা তারা সামলাতে পারে না ফলে তারা আবার সরে যায়।

দ্বিতীয়ত: ভালবাসা। অনেক কিশোরদের কিছু আলেম, দাঈ এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি এতই ভালবাসা থাকে যে, তারা নিজেদের ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য বা অন্যদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য – অন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক গল্প - রচনাও প্রচার করে। এছাড়া পরস্পরকে নিন্দা, অবমাননা, খারাপ ব্যবহার, আলেমদের প্রতি শ্রেণী বিভাগ ও তুলনা করা শুরু করে কোন জ্ঞান ছাড়াই। যেমন: এই আলেম বেশি জানেন, ইনি বিপদজনক, ইনি বেশি যথাযথ ইত্যাদি। এভাবেই তারা অপবাদ দেয়া ও শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি করা শুরু করে। আর এই বিষয়গুলো অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

আবু ইয়া'লা "তাবকাত ইবনে রাজাব" বইতে এমন কিছু লোকের কথা তুলে ধরেছেন, যারা সৎকর্মশীলদের আক্রমণ করত ও অপবাদ দিত, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়। এব্যাপারে ইমামদের জীবনীতে আরো বিস্তারিত আছে।

আল মুখাদ্দিম, মাহমুদ ইবন ইসমাইলের একটি ভাল বই, "হারামাতুল আহলিল ইসলাম" এই বিষয়টির জন্য ভাল এবং উপকারী।

তৃতীয়ত: কম আমল। তারা কাজের চেয়ে গল্প ও কথা বেশি বলে। আপনারা দেখবেন, কিশোরদের কেউ কেউ হক প্রচারের অজুহাতে কথা বলে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বলে - এগুলো কোন বাজে আড্ডা নয়, কিন্তু তাদের অন্তরে আনুগত্য নেই।

তারা বিদ্বেষমূলক গল্পগুজব করে ও অপবাদ দেয়। কিঞ্চিৎ তাহাজ্জুদে দাঁড়ায়, এমনকি ফজরের নামাজেও অবহেলা করে। তারা আল্লাহর হককে অবহেলা করে এবং অন্যান্য দুনিয়াবী জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে তার ভাইয়ের চোখের এক চিমটি বালুও দেখতে পায়, কিন্তু নিজের অঙ্গহানী দেখতে পায় না। এ অভ্যাসগুলো তাকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থত: তারা এমন জিনিস বহন করে যা তারা সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ তারা তাদের সাধ্যের বেশি নিজেদের উপর

নিয়ে নেয়। আর এটা স্বাভাবিক, যে একজন যখন তার সাধ্যের চাইতে বেশি কিছু বহন করবে, তখন সে পথভ্রষ্টতার দিকে এগিয়ে যাবে। তাই এটা আবশ্যক যে, একজন শিক্ষক তার কিশোর ছাত্রকে - সে নিজে যা জানে সবটুকুই দিবে না। সে ছাত্রদেরকে, তারা যতটুকু সামলাতে পারবে এবং যতটুকুর উপযুক্ত ততটুকুই দিবে।

রাসুলের (সাঃ) সময় দেখুন, যখন আবু দাহর তাঁর কাছে এসে মুসলিম হন এবং বলেন, "আমাকে তাদের কাছে প্রচার করতে দিন।" তিনি (সাঃ) বলেন, "না। তোমার লোকজনের কাছে ফিরে যাও এবং যখন তুমি আমার কাছ থেকে খবর পাবে যে তুমি ইতিমধ্যে প্রচার করেছ তখন আমার কাছে ফিরে আস।"

তাই রাসুলুল্লাহ(সাঃ) মানুষের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। এবং যেহেতু মানুষ তাদের নাম ও অবস্থানের চেয়ে তাদের সামর্থ্য ও ধৈর্যের দিক দিয়েই বেশি পৃথক হয়ে থাকে। ইমাম আহমাদ রাহি. এর সময়কার ফিতনার দিকে দেখুন। আবু ম'মার, আহমাদ ইবন মানীই, আলী ইবন আল-মাদিনী, ইয়াহইয়া ইবন ম'ঈন আনুগত্য করেন। এরা ছিলেন সেসময়ের নেতা। তারা আনুগত্য করেন এবং বাধা দেননি এবং প্রচার করেননি। মাত্র তিনজন অটল ছিলেন: আহমাদ ইবন হানবাল, মুহাম্মদ ইবনে নুহ: এবং তাঁর ভাই খুজা'আহ। খুজা'আহকে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মদ ইবন নূহ: জাহাজে মারা যান এবং শুধু আহমেদ বেঁচে থাকেন। তাঁর কিছু সঙ্গী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কি দেখছেন না কিভাবে সত্যের উপর মিথ্যা জয়লাভ করে?" তিনি বলেন, "কখনোই না। যতক্ষণ অন্তর সত্যের উপর অটল থাকে ততক্ষণ সত্য জয়ী থাকে।" মুসলিমদের উপর এটা করণীয় যে, যখন তাঁরা অটল আছেন এবং আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে ও ন্যায়নিষ্ঠদের ভ্রাতৃত্ব দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন তখন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যদেরকে দয়া ও জ্ঞানের মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দিবেন। আল্লাহ বলেন-

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) -

"আমার বান্দা যাকে আমি আমার পক্ষ হতে রহমত দিয়েছি এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।" (সূরা কাহাফ, আয়াত ৬৫)

এবং তার অর্থহীন ও অমঙ্গল কোন কিছুতে যাওয়া উচিৎ নয়। বরং এসব ব্যাপার আলেমদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ এবং নিজের জন্য এমন একটি সময় বের করা উচিৎ যখন সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর হক আদায় করবে। এবং তার কথা তার নীরবতার চেয়ে বেশি হবে না এবং তার কথা তার কাজের চেয়ে বেশি হবে না, কারণ আমাদের এতে ঘাটতি আছে।

পঞ্চমত: রিয়াহ। এটা পথভ্রষ্টতার দাসত্যের দিকে নিয়ে যায়।

ষষ্ঠত: নিজের প্রশংসা। কিছু লোক নিজের কাজের প্রশংসা এবং অন্যের কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করে। এটা একধরনের ঔদ্ধত্য। এরকম জিনিস পথভ্রষ্টতার দাসত্যের দিকে নিয়ে যায়।

সপ্তমত: জ্ঞানী লোকজন এবং আলেমদের সাথে যোগাযোগের অভাব। যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে সে হয় নিজেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি মনে করে অথবা সে মানুষের বাস্তবতা দেখে নি এবং তার সাথে ইসলামের অনুসারী কেউ নেই। এবং যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোন আলেম আছে কিনা তখন সে চিন্তা করে যে আলেমদের বোঝা খুব কঠিন। এবং উমার ইবনে আবদুল আযীয রহ. হতে বর্ণিত, "যখন বলা হয়েছে যে, মানবজাতির সবাইকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাড় করিয়ে বলা হবে যে, একজন ছাড়া সবাই জান্নাতে যাবে তখন আমি দুশ্চিন্তায় পড়ি যে আমি সেই জন।"

বাস্তবতা হচ্ছে অনেকে নিজেকে ছোট মনে করে এবং আলেম ও ন্যায়পরায়ণদের সাথে বসে না, তাঁরা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এবং যেমনটা কিছু সাহাবারা বলতেন, "আমাদের সাথে বস এবং এক ঘন্টার জন্য বিশ্বাস কর।" তাই তারা এটা জানে তারপরও নিজেদের নিয়ে ভয়ে থাকে। এগুলো সম্ভবত বড় কারণ গুলো, কিন্তু আমার মতে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যুবকদের মধ্যে সচ্চরিত্রের অভাব। এবং আপনি কিছু ব্যাপারে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, অনেকে আছেন যারা মনে করেন যে, তারা ইবনে তাইমিয়্যাহর মতো এবং তদানুসারে তারা টিভি দেখেন এবং কোন চিন্তাই করেন না। সে বলে, "আমি নিজেকে জানি।" কিন্তু এখনও সে নিজেকে জানে না।

শীঘ্রই সে নারীদের সৌন্দর্যের খাদে পড়ে যায়, যা টিভি চ্যানেলের মধ্যে অনেক বড় ফিতনাহ। এবং এরপর সে নারীদের এবং যৌন-মিলনের এবং আরো নিষিদ্ধ জিনিসের প্রলোভনে পড়ে যায়। তারা বুকভরা সাহস নিয়ে টিভি চ্যানেলের লাগামকে অবহেলা করে, পথভ্রষ্টতার কোন সন্দেহ ছাড়াই। এবং এর প্রমাণ হচ্ছে রাসুলুল্লাহর (সা:) উক্তি, "আমি এমন কোন ফিতনা এপর্যন্ত দেখিনি যা নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।"

বিদ্রোহকারী দল ও শরীয়াহ পালনে বাঁধা প্রদানকারী দলের বিধান



শাইখ হারেস বিন গাযী নাযারী রহ.

অনুবাদ: মাওলানা জাকির আহমাদ

(তাওহীদ ও কিতাল দরস সিরিজ থেকে)

প্রকাশনায়: আল মালাহিম ফাউন্ডেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

ـ (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ـ

তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয়না যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।
(সূরা তাওবা, আয়াত ১২২)

(বিদ্রোহকারী দল ও শরীয়াহ পরিত্যাগকারী বা তা পালনে বিরত দলের বিধান)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد،

গত দরসের আলোচনা ছিল মুসলমানদের এমন দল বা গোষ্ঠী সম্পর্কে যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে এবং ঈমান ও ইসলামের কথা স্বীকার করে। তা সত্ত্বেও তাদের হত্যা বৈধ। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের হত্যা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। এই দলটি যাদের সম্পর্কে আমরা গত দরসে কথা বললাম, তা ছিল – 'যুদ্ধরত দল'।
আজকের আলোচনা আরেকটি দল সম্পর্কে। এমন একটি দল যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। এই দলটিই হল "বাগী" তথা বিদ্রোহী দল। বাগী শব্দটি "বাগয়ুন" শব্দমূল থেকে গঠিত। যার অর্থ, সীমালঙ্ঘন করা।

বিদ্রোহকারী দল বলতে কী বুঝায়? কারা এই বিদ্রোহকারী?

ফকীহদের পরিভাষায় তারা হল ঐ সকল লোক যারা কোন শরয়ী শাসকের বিরুদ্ধে মনগড়া ব্যাখ্যার অজুহাতে বিদ্রোহ করে। সেইসাথে তাদের রয়েছে বিশেষ দাপট। অর্থাৎ সেখানে আমীরুল মু'মিনীন আছেন। শরয়ী আমীরুল মু'মিনীন। যিনি আল্লাহর আইন ও শাসন বাস্তবায়ন করেন। কুরআন ও সুন্নাহর বিধানাবলী বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল যিনি। এমতাবস্থায় যে দল বা গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, তাঁকে হটাতে চায় কিংবা তাঁর শাসন ও আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। শুধু তাই নয়, বরং এমন শরয়ী শাসককে হটানোর জন্য কিংবা তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য লড়াই করে। এমন দলকেই বিদ্রোহী দল বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বিদ্রোহকারী দল ও যুদ্ধরত দলের মাঝে পার্থক্য কী?

যুদ্ধরত ব্যক্তি কোনরকম ব্যাখ্যাহীনভাবেই নিছক অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে বের হয়ে আসে। যে পার্থিব স্বার্থে ধন-সম্পদের লিপ্সায় বের হয়। যে সম্পদ লুট করতে ও নিরপরাধ লোকজনকে খুন করতে চায়।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহকারী হল ঐ ব্যক্তি, যে কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে লড়াই করতে বের হয়। এভাবে সে কখনো খুন করে এবং সম্পদ লুট করে। কিন্তু যুদ্ধবাজ ব্যক্তি শুধুই দুনিয়াবী স্বার্থে বের হয়, অথচ বিদ্রোহী বের হয় শরয়ী বিভিন্ন বিধানাবলীর আলোকে যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। যদিও সেসব ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কিন্তু তার ধারণায় তা সঠিক। এবং এ ব্যাপারে তার কাছে নানা শরয়ী যুক্তিপ্রমাণও থাকে। একারণেই সে লড়াই করে। তো এমন লোক হল বিদ্রোহী। এমন লোকদের প্রসঙ্গেই আমরা এখন আলোচনা করবো।

এই বিদ্রোহকারী দলই শরয়ী শাসকের বিরুদ্ধে তাকে অপসারণ করতে নিরস্ত্র বা সশস্ত্র অবস্থায় বের হয়।

এই বিদ্রোহীদের বিধান কী?

যদি বিদ্রোহীদের কোনরকম প্রভাব প্রতিপত্তি, শক্তিমত্তা, দাপট এবং অস্ত্রসস্ত্র না থাকে তবে শাসনকর্তার কর্তব্য হল তাদের গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখা, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। পক্ষান্তরে যদি তারা যুদ্ধ বা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়, সেইসাথে যদি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অস্ত্রসস্ত্র থাকে তাহলে শাসনকর্তা তাদেরকে তার আনুগত্য আঁকড়ে থাকার আহ্বান জানাবেন, তাদেরকে আদালতের ইনসাফ ও মুসলমানদের জামাতের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার আহ্বান জানাবেন। এরপর যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবেন যতক্ষণ না তাদের পরাস্ত করেন। তবে তারা যুদ্ধ শুরু করা পর্যন্ত ইমাম বা শাসনকর্তা প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন না। কেননা তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা হল শুধু তাদের অনিষ্টতা দমনের স্বার্থে। এজন্য তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেগে পিছু হটবে তাকে হত্যা করা জায়েয হবেনা। এমনকি বিদ্রোহী দলের কেউ যদি বন্দী হয়ে আসে তবে তাদের বন্দীদের হত্যা করা যাবেনা। এবং তাদের কোন আহত ব্যক্তির উপর হামলে পড়ে তাকে হত্যা করা যাবেনা। এমনটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের অভিমত।

এসকল বিধানের দলীল কী?

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন। (সূরা হুজরাত আয়াত ৯) তো আল্লাহপাক এখানে তাদেরকে দু'টি মুমিন দল হিসেবে অভিহিত করেছেন। এটিও মুমিন দল, সেটিও মুমিন দল। কিন্তু এরা শরয়ী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। পক্ষান্তরে মুরতাদ শাসক, সে তো মূলত শাসকই নয়; বরং তাকে কতল করা ওয়াজিব। তাকে শাসনক্ষমতা থেকে অপসারণ করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।

কিন্তু আমরা কার সম্পর্কে কথা বলছি? আমরা কথা বলছি শরয়ী শাসকের ব্যাপারে।

তো কোথাও যদি কোন শরয়ী শাসক থাকে আর সেখানে কোন দল বা গোষ্ঠী তাঁকে অপসারণ করতে বা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আসে তাহলে এই বিদ্রোহী দলের সাথে আমরা আপোষ মীমাংসা করার চেষ্টা করবো। কিন্তু তারা যদি মীমাংসা করতে, কল্যাণের আহ্বানে সাড়া দিতে এবং মুসলিমদের জামাতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে আমরা বিদ্রোহকারী দলটির বিরুদ্ধে কিতাল করবো, যতক্ষণ না তারা শরয়ী শাসনকে আবশ্যকীয়ভাবে মেনে নেয়।

বিদ্রোহকারী দল যেহেতু অনেক মানুষ হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ লুটপাট করে, তো তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ হবার পর এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবার পর কি আমরা তাদের বিরুদ্ধে নিহতদের প্রাণের কিসাসের ফায়সালা করবো? এবং আত্মসাৎকৃত ধনসম্পদের জরিমানা আরোপ করবো? এই ব্যাপারে আমরা বলবো, তোমরা যেহেতু অমুকের অমুকের এত এত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছো, তাই আমরা তোমাদের থেকে সেই সকল আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানাবো। এবং তোমরা যেহেতু অমুক অমুককে খুন করেছো, তাই আমরা এখন তাদের ব্যাপারে কিসাসের দাবি করবো, এবং ঐ সকল নিরপরাধ লোকদের খুন করার বদলায় আমরা তোমাদের হত্যা করবো।

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মতে ব্যাখ্যা অবলম্বনকারী বিদ্রোহকারীরা তাদের লড়াইয়ে জানমালের যে ক্ষতিসাধন করেছে এতে তাদের কোন জরিমানা হবেনা।

এর দলিল হল, ইমাম যুহরী রহ.যা বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেন, মানুষের মাঝে বিরাট এক ফিতনা হয়েছিল। যাতে বদরী সাহাবীগণও ছিলেন। তখন সাহাবাদের মাঝে এই বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াতে তাবীল করে বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষে হারাম যৌনাঙ্গকে হালাল করে তার উপর হদ (যিনার অপরাধে শরয়ী দণ্ড) কায়েম করা হবেনা। এবং যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াতে তাবীল করে হারাম রক্ত (যা প্রবাহিত করা হারাম) প্রবাহিত করে তাকে হত্যা করা হবেনা। একইভাবে যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াতে তাবীল করে ধনসম্পদের ক্ষতিসাধন করে তার জরিমানা হবেনা। এটি ইমাম যুহরী রহ.বর্ণনা করেছেন। আর এটাই ইজমাঈ' তথা সর্বসম্মত মাসআলা যে, তারা জানমালের যে ক্ষয়ক্ষতি করবে তাতে তাদের কোন জরিমানা হবেনা।

এই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই আর মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ের মাঝে পার্থক্য কী?

ইমাম কারাফী রহ.তাঁর “মাজমূ’আতুল ফুরূক” গ্রন্থে বিদ্রোহকারীদের সাথে লড়াই এবং কাফের-মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ের মধ্যকার এগারোটি পার্থক্যের কথা তুলে ধরেছেন।

তন্মধ্যে একটি হলো, বিদ্রোহকারীদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ভড়কে দেয়া; তাদের নির্মূল বা হত্যা করা নয়।

দ্বিতীয়টি হলো, তাদের মধ্য হতে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে ছাড় দেয়া হবে, তার পিছু লাগা যাবেনা।

তৃতীয়, তাদের আহত ব্যক্তির উপর হামলে পড়ে তাকে হত্যা করা যাবেনা।

চতুর্থ, তাদের বন্দীদের হত্যা করা হবেনা।

পঞ্চম, তাদের ধনসম্পদ গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা যাবেনা। সুতরাং বুঝা গেল, তাদের ধনসম্পদের মধ্যে থেকে যা আমাদের হাতে আসবে সব তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, এগুলো গনীমত নয়।

ষষ্ঠ, তাদের স্ত্রী, পরিবার-পরিজনদের দাসদাসী হিসেবে গ্রহণ করা হবেনা।

সপ্তম, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোন মুশরিকের সহায়তা গ্রহণ করা যাবেনা। অর্থাৎ আমরা কাফের-মুশরিকদের কাছে গিয়ে একথা বলতে পারবোনা যে, এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী আমাদের শরয়ী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সুতরাং এসো, আমাদের সাথে এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। এটা জায়েয নেই।

অষ্টম, তাদের সাথে অর্থের বিনিময়ে কোন চুক্তি করবোনা। মৌখিকভাবে যা কথা হবে তাই যথেষ্ট। তাদের আর আমাদের মাঝে সন্ধি হবে। কোন সম্পদের মুকাবেলায় তদ্রূপ সম্পদ।

নবম, তাদের বিরুদ্ধে কোন ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি স্থাপন করা যাবেনা।

দশম, তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা যাবেনা। এবং তাদের গাছপালা কাটা যাবেনা।

এই হল ইমাম কারাফী তাঁর “ফুরূক” কিতাবে ‘বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের মাঝে পার্থক্য’ অনুচ্ছেদে যা উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ।

শেষোক্ত দল: কিছু দল এমন আছে যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব, অথচ তারা মুসলমান। তারা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলে। সেগুলো হল- যুদ্ধরত দল, বিদ্রোহীদের দল। এখন আলোচনা হবে তৃতীয় দলটির, আর তা হল, শরীয়াহ পালনে বিরত বা তা পরিত্যাগকারী দল।

শরীয়াহ পরিত্যাগকারী বা তা পালনে বিরত দল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে।

বিরত থাকা বলতে কী বুঝায়?

আলোচনার শুরুদিকে এর ব্যাখ্যা হয়ে গেছে যে, বিরত থাকা বলতে দু’টি বিষয় বুঝায়:

প্রথম অর্থঃ আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে শরীয়াহ অনুযায়ী আমল করতে বিরত থাকা।

দ্বিতীয় অর্থঃ মুসলমানদের শাসকের ক্ষমতা প্রয়োগে বিরত থাকা। অর্থাৎ তিনি অন্যায় কাজ বন্ধ করতে বা সেই বিষয়ে কৈফিয়ত তলবে বিরত থাকা।

গতবার আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তা ছিল শাসকের এই ক্ষমতা প্রয়োগে বিরত থাকা নিয়ে। এবারের আলোচনা হলো প্রথম দলটি সম্পর্কে। অর্থাৎ যে দলটি আংশিক বা সামগ্রিকভাবে শরীয়াহ অনুযায়ী আমল থেকে বিরত থাকে।

এই দলের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে একমত। এটি একটি ইজমায়ী’ মাসআলা বা সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে, শরীয়াহ পালনে বিরত দল- যারা শরীয়তের বিধান পালনে এবং শরীয়তের সিদ্ধান্ত আংশিকভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে মেনে নিতে বিরত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে জিহাদ-কিতাল ওয়াজিব।

এই ব্যাপারে ইজমা’ (তথা সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত্য সিদ্ধান্ত) যারা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. অন্যতম। যেমনটি তাঁর ফতওয়া সমগ্র ২৮ তম খণ্ডে আছে- “শরীয়তের ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানাবলীর মধ্য থেকে কোন বিধান আবশ্যকীয়ভাবে পালনে বিরত যেকোন দলের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তারা শরীয়তকে আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করে। যদিও তারা শাহাদাতাইন স্বীকার করে (তবুও তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব। অর্থাৎ অনেক সময়ে মানুষ কালেমা স্বীকার করে নেয়ার পরও যাকাত, জিহাদ কিংবা অন্যকোন শরয়ী বিধান পালনে বিরত থাকে, তো সেক্ষেত্রে তার কালেমা পড়ে নেয়াটা তাকে হত্যা থেকে সুরক্ষা দিতে পারেনা।) যদিও তারা কালেমা পড়ে, যদিও তারা শরীয়তের কিছু কিছু বিধান আবশ্যকীয়ভাবে পালন করে। যেমন, হযরত আবু বকর রা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল করেছিলেন। এ ঘটনার ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম এ বিধানের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। এবং হযরত উমর রা. হযরত আবু বকর রা. এর সাথে এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের পর সাহাবায়ে কেরাম রা.

কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে ইসলামের বিধিবিধান পালন না করার ক্ষেত্রেও কিতালের ব্যাপারে একমত হয়েছেন”।

অতঃপর ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, এভাবে খারেজীদের ব্যাপারে নবী করীম সা. এর বিভিন্ন হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তিনি তাদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, সেইসাথে এও বলেছেন যে, তাদের নামাযের সামনে তোমরা নিজেদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের রোযার সামনে তোমরা নিজেদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে।

অতএব বুঝা গেল, ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলী আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করা ছাড়া শুধু ইসলাম আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে হত্যা থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবেনা। বরং এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। সুতরাং কিতাল ওয়াজিব যতক্ষণ না দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হয় এবং যতক্ষণ না আর কোন ফিতনা না থাকে। অতএব যখন দ্বীন গাইরুল্লাহর জন্য হবে তখন কিতাল ওয়াজিব হবে। যেকোন দল ও গোষ্ঠী যদি কিছু ফরয নামায, রোযা অথবা হজ্ব থেকে বিরত থাকে কিংবা অন্যের ধনসম্পদ, মদ, যিনা এবং জুয়া কিংবা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনদের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যকীয়ভাবে হারাম মনে না করে অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বা আহলে কিতাবের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা ইত্যাদি দ্বীনের এমন অপরিহার্য বিধান সমূহকে এবং তার এমন হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর হারাম হওয়াটা আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে যেগুলো অস্বীকারের বা বর্জনের ব্যাপারে কারো কোনরূপ ওজর চলেনা, যেগুলো ওয়াজিব হওয়া অস্বীকারকারীকে কাফের সাব্যস্ত করা হয় তো এ রকম দল ও গোষ্ঠী শরীয়ত পরিত্যাগকারী বা তা পালনে বিরত দলের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর শরীয়াহ পরিত্যাগকারী দলের বিরুদ্ধে তাদের এ অপরাধের দায়ে কিতাল করা হবে, যদিও তারা সেসকল বিধানাবলী স্বীকার করুক এবং বিশ্বাস করুক।

তিনি (ইবনে তাইমিয়াহ রহ.) বলেন, এটা এমন মাসআলা যে ব্যাপারে আমি উলামাদের মাঝে কোন রকম মতভেদ দেখিনি। -(মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮ তম খণ্ড)

তিনি আরো বলেন, এমন যেকোন দল যা ইসলামের ধারাবাহিক পরম্পরায় বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি বিধান থেকে বেরিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সকল ইমামদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কিতাল ওয়াজিব। যদিও তারা কালেমা স্বীকার করুক।

তিনি বলেন, যদিও সেই দল কালেমা স্বীকার করুক, যদি তারা কালেমার কথা স্বীকার করে এরপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যতক্ষণ না তারা নামায পড়া শুরু করে। যদি তারা যাকাত থেকে বিরত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যতক্ষণ না তারা যাকাত আদায় করে। এভাবে যদি তারা রমযানের রোযা অথবা বাইতুল্লাহর হজ্ব থেকে বিরত থাকে, কিংবা তারা যদি অশ্লীল কাজকর্ম হারাম মনে করা থেকে বিরত থাকে, অথবা যিনা-ব্যভিচার কিংবা জুয়া বা মদ অথবা শরীয়তের অন্যান্য হারাম জিনিস হারাম মনে করা থেকে বিরত থাকে, এভাবে যদি তারা মানুষের জানমাল, রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জত-আব্রুর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করা থেকে বিরত থাকে (যেমন তারা এসব ক্ষেত্রে যদি সাধারণ আইন ইত্যাদি দ্বারা ফায়সালার প্রবক্তা হয়) এমনিভাবে যদি তারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ থেকে এবং এসব ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকে, অথবা তারা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকে- যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে অপদস্থতার সাথে জিজিয়া প্রদান করে, এভাবে যদি তারা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীন এবং মুজতাহিদ ইমামদের রায় বিরোধী বিদ'আত চালু করে তাহলেও এদের সকলের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব। অতঃপর তিনি (ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.) আল্লাহপাকের এই আয়াত দ্বারা তার উপরোক্ত বক্তব্যের দলীল পেশ করেন-

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

অর্থাৎ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকো, যাতে কোন ফিতনা আর না থাকে এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (সূরা আনফাল আয়াত ৩৯))

অতএব যদি দ্বীন আংশিক হয় আল্লাহর জন্য, আর আংশিক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য তাহলেই কিতাল ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না পুরো দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (মাজমূউল ফাতাওয়া দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ অবস্থা যদি এই হয় যে, কিছু বিষয়ে শরীয়ত কার্যকর হয় আর কিছু বিষয়ে অকার্যকর। যেমন, সুদের বৈধতা দেয়া কিংবা উপরোল্লিখিত কোন হারাম বিষয়ের বৈধতা দেয়া তাহলেই সেখানে কিতাল ওয়াজিব হবে, যতক্ষণ না যাবতীয় বিষয়াদি এক আল্লাহর শরীয়তের অধীনে হয়ে যায়। অতএব, কিতাল হলো শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।

এই যে শরীয়ত পালনে বিরত দলটির বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে যদিও তারা কালেমা স্বীকার করুক, এটা কেন? এটা এজন্য যাতে আল্লাহর কালেমা-ই হয় চির উন্নত।

আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের তাঁর হুকুম মেনে চলার তওফিক দান করেন এবং তার নাফরমানীর কাজগুলোকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশক্তিমান।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
পরিশেষে আল মালাহিম মিডিয়া প্রকাশনা সংস্থায় দায়িত্বরত আপনাদের ভাইদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

বসে থাকাদের দলে থেকেও
কীভাবে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে?



মুজাহিদ শাইখ ইবরাহিম আল-রুবাইশ
অনুবাদ: আবু বাসীর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা নিজেদের নফস হতে এবং আমাদের কর্মের খারাপ ফলাফল হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যাকে আল্লাহ পথ দেখান তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, এবং যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসুল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের উপর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে অন্যের সামনে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের দুর্বলতায় ফরিয়াদ জানাই। আমরা আপনার কাছে আমাদের মুখোমুখি হওয়া বহু দু:খে এবং আমাদের ভোগ করা সকল যন্ত্রনায় আপনার কাছে ফরিয়াদ জানাই।

মুসলিম উম্মাহ আজ দু:খের মধ্যে ডুবে আছে এবং আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। উম্মাহ আজ রক্তের আধারে আটকে আছে এবং ডুবে যাচ্ছে, এবং আপনি যখন একে শত্রুর মুখের সামনে দেখেন তখন আপনার একটি প্রবাদ মনে পড়ে: যদি আপনি তাইম গোত্রের একটি দাসকে দেখেন তাহলে আপনি চিন্তা করবেন যে তাদের মধ্যে দাস কারা। বিষয়াদি ঠিক করা হয় যখন তাইমরা অনুপস্থিত থাকে, আর তাদের উপস্থিতিতে কেউ ঐসব নিয়ে তাদের কিছু জিজ্ঞেস করে না। উম্মাহ এমন এক অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে যে আপনি তার প্রশংসা করতে পারবেন না। এটা শত্রুর নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং আপনি আমাদের জাতির মত আর কোন জাতি পাবেন না যারা এত বেশি অপমানিত হয়েছে ও যন্ত্রনা সহ্য করেছে। আমরা অনেক জখম ও দু:খ সহ্য করেছি এবং করছি। উম্মাহর প্রতিটি অংশে আপনি পাবেন বিপর্যয়, দু:খ, বেদনা ও শাস্তি।

এই ব্যাপারটিকে অধিকতর খারাপ করে তুলেছে যে ব্যাপারটি, তা হচ্ছে উম্মাহ বিভিন্ন দল ও বিভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু দল অন্য দলদের পরাস্ত করে তাদের অধীনস্ত করেছে। এটা শত্রুদের জন্য আনন্দের বিষয়। তারা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কীভাবে তাদের কাজটা উম্মাহর একটা দল তাদের হয়ে করে দিচ্ছে।

তাদের হয়ে তাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য আমাদের উম্মায় যথেষ্ট লোক আছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! এটা কি সেই একই উম্মাহ যারা ইতিহাসের পাতা তাদের বীরত্ব ও কৃতিত্ব দিয়ে পূরণ করেছিল? এটা কি সেই একই উম্মাহ যারা সারা বিশ্বে পরিচিত ছিল এবং যারা শত্রুর অন্তর ভয় ও ত্রাস দিয়ে পূর্ণ করে দিত? এটা কি সেই একই উম্মাহ যার শাসক বৃষ্টি মেঘকে বলত যে, "তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বৃষ্টি বর্ষণ কর, কারণ আমি আগে-পরে তোমার ফলনের শুল্ক হতে লাভবান হবই।"

এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, উম্মাহ তার ধর্ম ও তার সম্মানের কারণ হতে সরে গিয়েছে। ফলে দিন দিন এটি আরো দুর্বল ও আরো অপমানিত হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহর এই আপতিত হওয়া অবস্থার কথা আবু দাউদের হাদিসে বর্ণনা করেছেন,

"যদি তোমরা ব্যবসা কর এবং কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়ে

তাতে সন্তুষ্ট হয়ে জিহাদ ছেড়ে দাও - তবে আল্লাহ তোমাদের অবমাননা ও পরাধীনতার মাধ্যমে শাস্তি দিবেন। এটা তিনি অব্যাহত রাখবেন - যতদিন না তোমরা আবার দ্বীনের পথে ফিরে আস।"

আমাদের ভালবাসার মানুষটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এই অসুখের কারণ এবং এর ঔষধের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। যা হচ্ছে দ্বীনে প্রত্যাবর্তন। তাই আমরা কখনোই আমাদের উম্মাহ হতে এই পরাধীনতা ও অবমাননা দূর করতে পারব না - আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া। আমাদের নিজেদের দুনিয়াবি ব্যাপার হতে এমন ভাবে ব্যস্ত থাকা বন্ধ করতে হবে, যা আমাদের আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনে বাঁধা দেয়।

সুতরাং এই উম্মাহকে তাদের দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের অবশ্যই নিজ দ্বীনে ফিরে যেতে হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে নিযুক্ত হতে হবে। এটা করার মাধ্যমেই আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হবে এবং আল্লাহর সামনে আমাদের পেশ করার মত ওয়াসিলা হবে। এটা আল্লাহর শত্রুদের ক্রোধান্বিত করে তুলবে, যা হচ্ছে আল্লাহর পর আমাদের প্রথম উপায় উম্মাহকে অবমাননায় ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য।

ভাইয়েরা আমার,

কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আল্লাহ বলেন,

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿38﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?"(আত-তাওবাহ:৩৮)
ভাইয়েরা, কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আল্লাহ বলেন,

نفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿41﴾
"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে।" (আত-তাওবাহ: ৪১)

কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আল্লাহ বলেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿39﴾
"যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (আত-তাওবাহ:৩৯)

কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে যুদ্ধ ছাড়া মারা যাবে অথবা যুদ্ধের পূর্ণ সংকল্প ছাড়া মারা যাবে সে মুনাফিকের ডালের উপর নিয়ে মারা গেল।"

কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আল্লাহর শরিয়াহকে বাতিল করা হচ্ছে, এবং মানবরচিত শরিয়াহ এর স্থান নিয়ে নিচ্ছে? আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।

ভাইয়েরা কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আমরা আমাদের ভাইদের নিহত হতে দেখছি। তাদের সম্মানহানী হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হচ্ছে। আমরা মুসলিমরা পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছি। আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন -

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿75﴾
"আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (আন-নিসা:৭৫)

কীভাবে আমরা পিছিয়ে পড়ায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি যখন আমরা দেখছি যে ইসলামের ভূমি একটির পর একটি দখল করা হচ্ছে, একটির পর একটি শত্রুর হাতে পড়ছে। আলেমরা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরজ হয় তিনটি অবস্থায়, তাদের একটি হচ্ছে, যখন শত্রুরা মুসলমানদের কোন একটি এলাকায় আক্রমণ করে। শিশুরা তাদের পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদের জন্য

বের হয়ে যাবে। তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই অবস্থায় চাকররা তার মনিবদের অনুমতি ছাড়া, এবং দেনাদার পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া এবং যারই যুদ্ধ করার সামর্থ আছে সে যেন সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে। যারা মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, তাদের কি কোন সন্দেহ আছে যে জিহাদ সকল সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরজ হয়েছে?

উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় দু:খের বিষয় হচ্ছে, আমরা দেখছি যে শত্রুরা আমাদের ভূমিতে চারদিকে তান্ডব করছে। সেসময় আমরা ডিবেট করার জন্য কনফারেন্স আয়োজন করছি যে, জিহাদ কি ব্যক্তিগত ফরজ নাকি সাম্প্রদায়িক ফরজ?!

বছর যায় আর আসে। আমাদের জমি করায়ত্ত হচ্ছে, আমাদের সম্মানহানী হচ্ছে নিয়মিত। আর আমরা এখনো "জিহাদের কিতাব" এর প্রথম পৃষ্ঠায় আছি। ডিবেট করছি যে জিহাদ এখনো ব্যক্তিগত ফরজ হয়েছে কিনা, নাকি এখনো এটি একটি সাম্প্রদায়িক ফরজ রয়েছে।

ভাইয়েরা!

আপনি যা করতে পারেন তাই করুন, তবুও প্রথমে আপনাদের ভাইদের রক্ষা করুন। এরপর জিহাদের বিধানের ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা হয় বলুন!

আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে যে, কেউ কেউ মুসলিমদের বলছে যে জিহাদ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকভাবে ফরজ। এভাবে তারা এই দায়িত্ব পালনে উম্মাহকে বাধা দিচ্ছে। আমরা দেখি যে, সে কখনো জিহাদের মাঠও দেখেনি টেলিভিশন ছাড়া। সে কীভাবে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিবে?

আমার ভাইয়েরা!

যদি এটা সাম্প্রদায়িক ফরজও হয় তবুও এটা মনে রাখতে হবে যে, এটি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ(আল্লাহ তার উপর করুণা করুন) বলেন,

"যেই গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত, তার নিরাময়ের জন্য সবচেয়ে ভাল ঔষধ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।"

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿10﴾
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿11﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿12﴾
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿13﴾

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।" (আল-ছফ:১০-১৩)

ভাই!

কি তোমাকে পিছিয়ে থাকতে বাধ্য করছে? তুমি কি পিছিয়ে থাকছো কারণ তুমি তোমার পরিবার ও মাতৃভূমিকে ছেড়ে যেতে ঘৃণা কর? যখন আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿24﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (আত-তাওবাহ:২৪)"

নাবিগাহ আল-জা'দি একটি বহিঃআক্রমণের জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর পরিস্থিতি এই কবিতার লাইন দিয়ে প্রকাশ করেন,

"আল্লাহর কসম, সে রাত পার করেছে বসে থেকে, আমার কথা চিন্তা করতে করতে। একে অপরের কথা চিন্তা করেছে আর অশ্রু ঝড়েছে। হে আমার চাচার কন্যা, আল্লাহর কিতাব আমাকে সুদূরে নিয়ে এসেছে, আমি কি আল্লাহকে জোরপূর্বক তাঁর কৃতকাজ থেকে বিরত রাখব? যদি আমি চলে আসি, খোদা আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যদি আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হই, তবে অন্য কারো

খোঁজ কর। আমি না খোঁড়া, না বধির যাতে আমাকে ক্ষমা করা হবে। না আমি অসুস্থতায় কাতর না আমি অক্ষম যা আমি ওজর হিসেবে পেশ করতে পারবো।"

কীভাবে তুমি তোমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে জীবন উপভোগ কর যখন তুমি তোমার ভাইদের এমন পরিণতি দেখতে পাচ্ছ? তুমি কি তাদের দেখে দু:খবোধ কর না? তুমি কি তাদের জন্য তা কামনা কর না যা তোমার কাছে আছে? যদি তুমি তাদের পরিস্থিতিতে থাকতে তুমি কি পছন্দ করতে যদি তারাও পিছিয়ে থাকতো যেমনটা আজ তুমি আছ?

ভাই!

আর কতক্ষণ তোমরা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর উম্মাহকে ব্যর্থ করবে যখন শত্রুদের স্পর্ধা আরো বেশি বেশি বাড়ছে? প্রতিবার তারা যতবেশি সীমালঙ্ঘন করছে ততবেশি আমরা পশ্চাদপসরণ করছি। আমরা কি শয়তান ও তার দোসরদের মোকাবেলা করতে দ্বিধা করছি?

মুজাহিদীনদের বিপক্ষে শত্রুদের শক্তি, এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের একত্রীকরণই কি তোমার বসে থাকার কারণ? তুমি দেখছ যে পুরো বিশ্ব তাদের একসাথে আক্রমণ করছে। এমন লোকও আছে যারা দাবী করে যে তারা আমাদেরই একজন কিন্তু তারা শত্রুদের পক্ষে অবস্থান করছে। যদি এটা হয় তোমার বসে থাকার কারণ,

তাহলে চিন্তা কর: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে বিজয়প্রাপ্ত হয়েছেন? তাঁর সাহাবারা তীব্র যুদ্ধ ছাড়াই কি পূর্ব ও পশ্চিম বিজয় করেছেন? তারা তাদের সাথে সবসময় অস্ত্র বহন করতেন। এমনকি যখন তারা ঘুমিয়ে থাকতেন তখনও। এতই ভয় তারা পেত যে তারা নিজ ঘরেও নিরাপদ বোধ করতেন না। তারা যখন হালকা হবার জন্য বাইরে যেতেন তখনও নিরাপদ বোধ করতেন না।

হয়ত তুমি মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও শক্ত অবরোধ দেখেছ। এটাই কি তোমার বের না হওয়ার কারণ যেখানে তোমার বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন যোগানদাতা, ক্ষমতার মালিক, এবং সর্বশক্তিশালী?

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের হিজরতের নির্দেশ দেন যখন তাঁর কাছে মসজিদ ছাড়া তাদের থাকতে দেওয়ার মত কোন জায়গা ছিল না। মানুষ তাদের অনেকজনকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখতেন। মানুষজন মনে করতো তারা উন্মাদ। অথচ এমনটা হয়েছিল তাদের ক্ষুধা ও নিরতিশয় ক্লান্তির কারণে।

চিন্তা করুন সেসময়কার অবস্থার কথা যখন আল্লাহর রাসুল ঘর থেকে বের হতেন শুধু ক্ষুধার কারণে। তীব্র ক্ষুধার কারণে তিনি দুটি পাথর তার পেটের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। চিন্তা করুন সেসময়কার কথা - যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সৈন্য প্রেরণ করেছেন শুধুমাত্র এক বস্তা খেজুর দিয়ে। কারণ এটা ব্যতীত অন্য কোন খাবার তিনি পাননি।

যদি মুজাহিদীনদের এরকম কিছু করতে হয় তবে তাদের প্রথম বিরোধিতাকারী হবে তাদের যাজকসম্প্রদায় ও টেলিভিশনের আলেমগণ - যারা তাদের বেপরোয়া, অক্ষম ও শত্রুর মোকাবিলায় তাড়াহুড়াকারী বলে ডাকেন।

ভাই, তুমি কি পেছনে দাঁড়িয়ে আছ কারণ তুমি মনে করছ যে তুমি উম্মাহর কোন প্রয়োজন পূরণ করছ অথবা তুমি যেখানে আছ সেখানে থেকে কোন ভাল কাজ করছ? আমরাও বিশ্বাস করি যে, তুমি কোন ভাল কাজ করছ ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তুমি কি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত উচ্চতর কিছু করতে পারবে? একটি বিশুদ্ধ হাদিস অনুসারে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন একটি ভাল কাজ উল্লেখ করতে যা জিহাদের সমপর্যায়ের। তিনি বললেন যে, তিনি(প্রশ্নকারী সাহাবী) পারবেন না। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, একজন মুজাহিদ বের হয়ে গিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি কি ক্লান্তি ছাড়া সালাত আদায় করতে এবং না ভেঙে রোজা রাখতে পারবে?

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿19﴾

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। (আত-তাওবাহ:১৯)"

হ্যা ভাই তুমি নেক আমল করছ, কিন্তু আল্লাহ এটা তোমার উপর ফরজ করে দিয়েছেন যে তুমি তোমার বোনদের ইজ্জত এবং ইসলামী ভূমি রক্ষা করবে। চল বের হই এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, এই আশায় যে আল্লাহ

আমাদের পূর্বে পিছিয়ে পড়ার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

ভাই, তুমি কি শরিয়াহকে ও দ্বীনকে রক্ষা করার চেয়ে উত্তম কোন আমল করতে পার - যখন শত্রুরা হচ্ছে অনেক এবং সাহায্যকারী হচ্ছে অল্প? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমার সম্পদ নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার এবং নামমাত্র মূল্যে তোমার আত্মা বিকিয়ে দেওয়ার চেয়ে ভাল কোন কিছু কি আছে? এবং আল্লাহর সাথে করা সওদা পূরণ কর, যেখানে তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿111﴾.

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে - অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (আত-তাওবাহ:১১১)"

ভাই হয়ত তোমার জিহাদে বের না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, তুমি হয়ত কোন মুজাহিদের ভুল অথবা সীমালঙ্ঘন দেখেছ। আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহতে কি এমন কোন প্রমাণ আছে যে, ভুল করা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ হতে বিরত থাকার একটি বৈধ অজুহাত?

নাকি এমনটা ঘটলে দুটি জিনিস তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যায়? একটা হচ্ছে জিহাদ আরেকটা হচ্ছে নিজ ভাইদের উপদেশ। বল আমার ভাইয়েরা, কোন কিছু কি ভুল ছাড়া করা যায়? বিশ্বে বিচরণকারী শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল কি কোন ভুল করেনি?

উহুদের যুদ্ধে ইবন উবাই এক তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদগমন করে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একা রেখে চলে যায়। কেউ কি বলতে পারে যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদ করা ঠিক ছিল না কারণ তাঁর সেনায় কিছু মুনাফিক ছিলেন? তাবুকের যুদ্ধে একদল মুনাফিক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কেউ কি এই কথা বলেছে যে, "কীভাবে আমরা এমন এক নেতার নেতৃত্বে জিহাদ করব যার নিজ সৈন্য তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে?"

উসামা বিন যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিধান বুঝতে ভুল করেন এবং একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেন যদিও সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু করেননি, শুধু বলেছেন, "তুমি কি করবে যদি তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে কিয়ামতের দিন সামনে পেশ করা হয়?" তিনি কি তাকে সরিয়ে দিয়েছেন, তাকে সরানোর হুকুম দিয়েছেন, তার সাথে একসাথে জিহাদ করা বন্ধ করে দিয়েছেন, নাকি তার ভুল মানুষের কাছে উন্মোচিত করে বক্তৃতা দিয়েছেন?

বরং একসময়কার একজন সাধারণ সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈন্য, তিনি পরবর্তীতে শুরুর দিককার সাহাবাদের এক সৈন্যদলের কমান্ডার ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের সবার উপর সন্তুষ্ট হলেন।

একবার খালিদ ইবন ওয়ালিদ(আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন) একটি গোত্রের উপর হানা দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা বলেছিল যে - আমরা সেবিয়ান হয়েছি (ইসলাম গ্রহণ করেছি)। তারা ঠিকভাবে বলতে পারেননি যে তারা মুসলিম হয়েছেন। খালিদ তারা যা বোঝাতে চেয়েছেন তা বুঝতে পারেননি। তাই তাদের হত্যা ও বন্দী করা শুরু করেন। যখন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা শোনেন তখন তিনি কিছু না করে শুধু হাত তুলে বলেন, "হে আল্লাহ! নিশ্চই খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি পবিত্র।"

এই ঘটনাটি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে "আল্লাহর তরবারীগুলোর একটি তরবারী" ডাকতে বিরত রেখেছিল? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনায় এমন লোকজন ছিলেন যারা একে অপরকে হত্যা করতেন এবং তাদের গনিমত চুরি করতেন এবং মদপান করতেন। হুদাইফাহ বিন ইয়ামানের পিতা এমনকি দুর্ঘটনাবশত উহুদের যুদ্ধে নিহত হন। আপনি এমন কোন সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় আছেন যারা এর চেয়েও পবিত্র?

ভাই, ধর্মের মধ্যে আসল দুর্ঘটনা হচ্ছে, আমরা মুজাহিদীনদের সকল দোষ খুঁজে বেড়িয়েছি, তাঁদের ব্যাপারে কথা বলেছি। তাদেরকে প্রচার মাধ্যমগুলোতে উন্মোচন করেছি। কিন্তু ইসলামের জন্য তাঁরা যতটুকু করেছে তার সিকি পরিমাণও আমরা করিনি।



সৌদি শাসকদের কুফরি

শাইখ উমর আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ: হাম্মাদ সাইফুল্লাহ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি...

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿80﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿81﴾.

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। -(সূরা আল-মায়েদা ৮০-৮১)

এরা আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত নয়।

তাঁর কসম যিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, তারা কখনোই হতে পারবে না।

তাঁরা কখনোই মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাহ হতে পারবে না।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿13﴾.

হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে। -(সূরা মুমতাহিনা ৬০:১৩)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿100﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে দেবে। -(সূরা আল-ইমরান ৩:১০০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿149﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿150﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য। -(সূরা আল-ইমরান ৩; ১৪৯-১৫০)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿118﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেড়িয়ে আসে। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। -(সূরা আল-ইমরানঃ ৩; ১১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿144﴾.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে। -(সূরা আন-নিসা ৪; ১৪৪)

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿80﴾.

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। সূরা আল- মায়েদা ৫; ৮০

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿81﴾

যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। -(সূরা আল-মায়েদা ৫; ৮১)

আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

শেষ আয়াতটি পর্যন্ত মোট ১৭টি আয়াত পরিষ্কার করে যে, একজন ইমানদারের ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আওলিয়াহ (সাহায্যকারী, মিত্র, বন্ধু ইত্যাদি) হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়। অথবা মুশরিকদের, কাফেরদের এবং আহলে কিতাবদের আওলিয়াহ হিসেবে গ্রহণ করাও জায়েয নয়।
তারা একজন আরেকজনের মিত্র। ইতিহাসেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। তা নাহলে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক ক্রুসেডারদের (NATO,EU,UN,US ইত্যাদি) সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারত না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿51﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। -(সূরা মায়েদা ৫; ৫১)

যারাই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, যারাই তাদের মিত্রতা বা সাহায্য চাইবে, সে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে দ্বীন-ইসলাম পরিত্যাগ করেছে, সে মুসলিমদের সম্প্রদায় ত্যাগ করেছে। সে আর মুসলিমদের অংশ নেই, সে আর তাদের (মুসলিমদের) পক্ষে নেই, বরং সে ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের বা যাদের সাহায্য ও বন্ধুত্ব সে চেয়েছে তাদের সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে যাবে।

আউলিয়াহ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি – যে কুফফারদের কাছে সাহায্য ও সুরক্ষা চাওয়া হয়েছে, অথবা যে সাহায্য ও সুরক্ষা তাদের দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার খ্রীষ্টানদের কাছে সাহায্য ও সুরক্ষা চাওয়াকে কুফরি হিসেবে দেখা হবে। আর যারা এটা করবে তারা ইসলামের সম্প্রদায় ত্যাগ করেছে বলে ধরা হবে।

যে সরকার আমেরিকার কাছে সাহায্য ও সুরক্ষা চেয়েছে, সে সরকারপ্রধানরা কাফের বলে গণ্য হবে -এই আয়াত অনুসারে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿51﴾

.... তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ....সূরা আল- মায়েদাঃ ৫; ৫১

মুসলিমরা যখন বনু কায়নুকা গোত্রের ইহুদীদের অবরোধ করেছিল তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই তাদেরকে আউলিয়াহ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আবদুল্লাহ ইবন উবাই (মুনাফিকদের প্রধান) নিজের হাত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পকেটে রেখে বললেন, আমার আউলিয়াদের (ইহুদীদের) উপর করুণা করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বাকি সকলে তাঁর চেহারায় রাগ দেখতে পেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে ছাড়! কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পকেটে হাত রেখে দিয়ে বললেন, আমার আউলিয়াদের (ইহুদীদের) উপর করুণা করুন। ৩০০ সশস্ত্র আর ৪০০ নিরস্ত্র। এরা আমাকে গাঢ় ও লাল চামড়া হতে সুরক্ষা দিয়েছে। আমি জোরাজুরি করছি যে - আপনি তাদের প্রতি করুণা করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তোমার কিন্তু তারা আমার সাথে মদিনায় থাকবে না।

এখানে দেখার বিষয়টি হচ্ছে যে, ইবন উবাই (মুনাফিকদের প্রধান) ইহুদীদের প্রতি তাঁর মিত্রতার প্রতি জোরাজুরি করছিল, সে তার বন্ধুত্ব ধরে রেখেছিল। তারপর এই আয়াত নাযিল হয়-

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿52﴾

বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। -(সূরা আল-মায়েদা ৫; ৫২)

এখন আমরা দেখছি – ইবনে উবাই এর মতো সৌদি শাসকরাও আমেরিকার বন্ধুত্ব চেয়েছে এবং এই বন্ধুত্ব ধরে রেখেছে। তারা তাদের এই বন্ধুত্ব ধরে রেখেছে এবং এই বন্ধুত্বকে ত্বরান্বিত করেছে। তারা বলে,

.........আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই..........। -(সূরা মায়েদাঃ ৫; ৫২)

এবং যারা আমাদের এই বিপদ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারবে তারা হচ্ছে আমেরিকানরা।

এই আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়াযাল এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন - যে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে সাহায্য ও বন্ধুত্ব চেয়েছে, সে ইসলাম ত্যাগ করেছে। এমনটা হবার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মুসলমানদের মধ্যে এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যারা ইসলামের বার্তা বহন করবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿54﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের

প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। -(সূরা আল-মায়েদাঃ ৫; ৫৪) (মাঝে থামিয়ে) একজন জিজ্ঞেস করল, সৈয়দ ড: ওমার শাইখ বললেন, দয়া করে আমাকে বিষয়টি শেষ করতে দিন।

"...স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে..." মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা দেন যে - এটি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে হয়। এরপর কুরআন আমাদের দেখায় যে, আমরা কার কাছে বন্ধুত্ব ও সুরক্ষা চাইব। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَاوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِين يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴿55﴾وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴿56﴾

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। -(সূরা আল-মায়েদা ৫৫-৫৬)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত একটি হাদিসে এটি পরিষ্কার যে, মুশরিকদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব ও সুরক্ষা চাওয়া জায়েয নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা মুশরিকদের কাছে মিত্রতা চাই না।

একবার একজন লোক - যে তার সাহসের জন্য সুপরিচিত ছিল –রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বদরের যুদ্ধে অনুসরণ করেন। মুসলিমরা সে মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তার উপর খুশি ছিল। সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আমি আপনাদের হয়ে যুদ্ধ করতে চাই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আল্লাহ ও তার রাসুলকে বিশ্বাস কর"? লোকটি বলল, "না"। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমরা মুশরিকদের কাছে সাহায্য চাই না।" দ্বিতীয়বার লোকটি জিজ্ঞেস করলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বলেন।

তৃতীয়বারের সময় যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে - সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিশ্বাস করে কিনা? তখন সে বলল, "হ্যা"। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যাও, মুসলমানদের সাথে একসাথে যুদ্ধ কর...।"

তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে এটা পরিষ্কার যে, একজন মুশরিকের বিরুদ্ধে অন্য মুশরিকের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয নয়। তাহলে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন মুশরিকের কাছে সাহায্য চাওয়া কেমন হবে?
যার চিন্তা-ভাবনা এখনও পরিষ্কার আছে এবং মনে আল্লাহ ও বিচারের দিনের ভয় আছে, সে কখনোই এটা মেনে নেবে না।

শাইখের পরিচিতি

১৯৯৩ সালে শাইখ গ্রেপ্তার হন এবং ইহুদী জজ তার বিরুদ্ধে আনা চারটি অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে -
১। আমেরিকান সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র ও উস্কানি।
২। হোসনি মোবারককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও উস্কানি।
৩। সামরিক ঘাঁটি অপসারণের ষড়যন্ত্র।
৪। আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি শহরে গেরিলা হামলার পরিকল্পনা।
শাইখ গর্বের সাথে আমেরিকান নির্বিচারকারী আদালতে দাড়িয়ে বলেন,"রাষ্ট্রপক্ষ ইসলামকে আমেরিকার মতো করে সংস্কার করতে চায়। আর আমি কঠোরভাবে এর প্রত্যাখ্যান করি"। রাষ্ট্রপক্ষ চায় যে আমরা আমেরিকার প্রতি নত হয়ে থাকি, নাহলে তারা আমাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেবে। আমরা বলি,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِۖوَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴿33﴾

ইউসুফ বললঃ হে পালনকর্তা তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। -(সুরা ইউসুফ ১২; ৩৩)

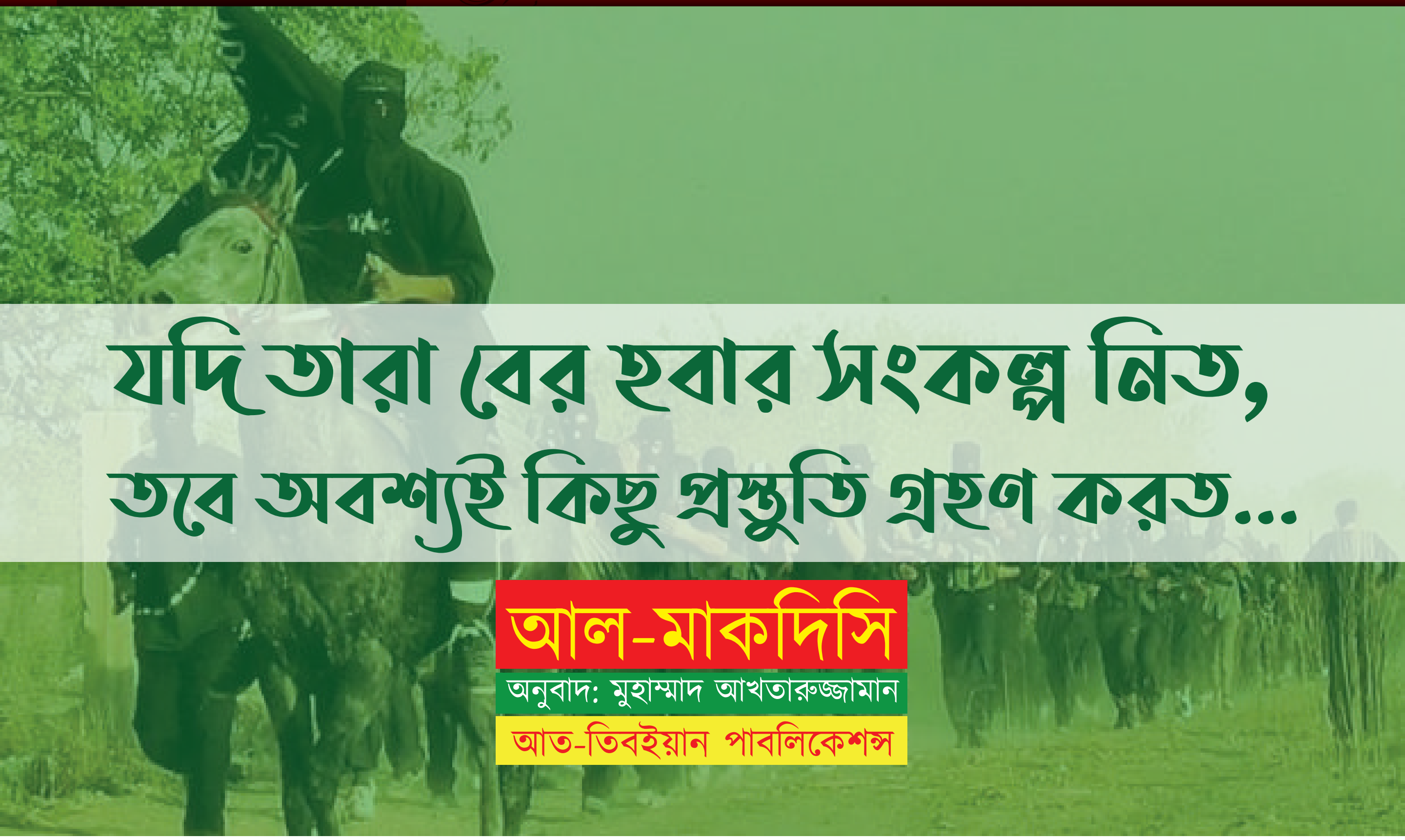
তাই আমরা বলি - কারাগারে স্বাগতম, যদি এতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ থাকে।"

শাইখকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়। শাইখ কারাগারে থাকাকালীন সময়ে তার সাথে বহির্বিশ্বের কোনো যোগাযোগ ছিলনা। তাঁকে রেডিও ও দোভাষীও দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ তিনি বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং তার কিঞ্চিৎ কোন সাক্ষাতকারী আসতেন। কখনো তাঁর কাছে কোনো সাক্ষাতকারী আসলেও তার সব কাপড় খুলে ফেলে তাকে আভ্যন্তরীণভাবে চেক করা হতো।

তিনি শারীরিক নিপীড়নেরও শিকার হন। একদিন এক গার্ড তার কারাকক্ষে আসে যখন শাইখ সালাত আদায় করছিলেন এবং সে শাইখকে নির্যাতন করে। যখন শাইখ কুরআন পড়তেন তখন তারা উচ্চস্বরে গান বাজাতো এবং তাকে অন্যান্য মুসলিম কারাবন্দীদের সাথে সালাত আদায় করতে দেওয়া হতো না।

এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার শত্রুরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উত্তরাধিকারীকে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আর এগুলো তখনই হয়েছে - যখন শাইখ একজন বয়স্ক লোক। যিনি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করি, যেন শাইখকে তার ধৈর্য ও জিহাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন; আমীন।



যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত...

আল-মাকদিসি
অনুবাদ: মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান
আত-তিবইয়ান পাবলিকেশন্স

লেখক আল মাকদিসি - একজন ভাই যিনি এই নামে পরিচিত কিন্তু তিনি আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি নন (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন)।

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। প্রশংসা তাঁর জন্য যিনি বলেছেন-

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ , اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) .

"এবং যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং (তাদেরকে) আদেশ করলেন (ঘরের ভেতর) বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।" -(সূরা আত তাওবাহ ৯; ৪৬)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42).

"যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো (তাদের সামনে গণীমত) এবং যাত্রা সহজ হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। -(সূরা আত তাওবাহ আয়াত ৪২)

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246).

"অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন।" -(সূরা বাকারা, ২৪৬)

এবং আল-মুস্তফা আল-আমিনের (সা:) উপর শান্তি ও দুআ বর্ষিত হোক, যিনি বলেছেন,

من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

"যেই মারা যাবে এবং তার ঘাড়ে আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার থাকবে না (আল-বায়'আহ), সে ইসলামপূর্ব জাহিলিয়্যায় মারা গেল।"

এবং বলেন," যেই জিহাদ করবে না বা একজন মুজাহিদের ছেড়ে যাওয়া পরিবারের ভাল যত্ন নিবে না, পুনরুত্থানের দিবসে পূর্বেই আল্লাহ তার উপর দুর্যোগ হানবেন।"

হে ভাই আমার,

উঠে দাঁড়াও এবং এমন জিনিসের খোঁজ কর যা নিঃশেষ হবে

না এবং তোমাকে একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴿10﴾تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴿11﴾يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴿12﴾وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴿13﴾

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। -(সূরা আস-সফ ৬১; ১০-১৩)

হে ভাই আমার,

উঠে দাঁড়াও, এবং তোমার ভাইদের সাহায্য কর যারা তোমার সাহায্য চাইছে...

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿25﴾.

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না?" -(সূরা সাফফাত ৩৭; ২৫)

হে ভাই আমার,

উঠে দাঁড়াও, কারন তুমি একজন বীরপুরুষ নও? ইরাকের সেই মেয়েটি কি তোমার বোন নয়?! চেচানের সে পবিত্র নারীটি কি তোমার সম্ভ্রম নয়?! এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়া শিশুদের দেহগুলো কি তোমাকে উদ্বিগ্ন করে না?!

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿75﴾.

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না? দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।" -(সূরা নিসা, আয়াত ৪; ৭৫)

তোমার ভূমিতে ক্রুশচিহ্ন স্থাপন করায় কি সন্তুষ্ট এবং নিশ্চুপ থাকবে?!

মসজিদুল আকসায় ইহুদিদের মাথা নাড়ানোয় কি তুমি সন্তুষ্ট?!

ইসলামের সকল ভূমি দখল করে নেওয়া এবং আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতিত অন্য আইন দিয়ে পরিচালিত হওয়ায় কি তুমি সন্তুষ্ট?

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿44﴾.

"এবং যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের" -(সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৪)

কাফেরদের দ্বারা ইরাকি মসজিদ অপবিত্র করা এবং চেচনিয়ায় মা'থিন এ বোমাবর্ষণে কি তুমি সন্তুষ্ট?!

তুমি কি জান না যে জিহাদ ব্যতিত পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেত, মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেত এবং মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করা ছেড়ে দিত...?!

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿251﴾.

"এবং আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু, করুণাময়।" -(সূরা বাকারা, ২; ২৫১)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿40﴾.

"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" -(সূরা হাজ্জ, ২২; ৪০)

এটা কি তোমাকে সন্তুষ্ট করে যে জিহাদ ও কিতালের আয়াতগুলোর মুখোমুখি হও এবং তারপর তুমি তাদের অন্তর্গত হও যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

تعْمَلُونَ (85).

"তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" -(সূরা বাকারা,২; ৮৫)

তোমার প্রিয় নবীর (সা:) শেষ বাক্যগুলো কি তোমার ঘুম হারাম করে না?

"আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বিতারিত কর।"
"নিপীড়িতদের (যুদ্ধবন্দীদের) মুক্ত কর।"

তোমার কি হয়েছে যে তুমি অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করছ না?! অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60).

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর এবং যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" -(সূরা আনফাল, ৮; ৬০)

তোমার কি হয়েছে যে তুমি তোমার সন্তান ও ভাইদের উদ্দীপ্ত কর না? কারণ আজ তোমার কোন অজুহাত নেই, তোমার কোথাও পালানোর জায়গা নেই... তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল...

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

"আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" -(সূরা নিসা, ৪; ৮৪)

তাই জেগে উঠো, হে আল্লাহর সিংহ, কারণ আল্লাহ তোমার সাথে আছেন, আর যার সাথে আল্লাহ আছেন সে কখনোই সল্পসংখ্যার জন্য পরাজিত হয়না!

এবং যদি উম্মাহ তোমাকে কোনভাবে ক্ষতি করতে একত্র হয়, তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে সেটা ব্যতিত যেটা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন, কলম তোলা হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে।

যখন আমি তোমার সাথে কথা বলি, তখন আমি আমার ও তোমার জন্য শঙ্কিত হই যে, আমরা তাদের মধ্যে অন্যতম যারা জিহাদকে পরিবার ও সন্তানের ভালবাসার কারণে ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যন্ত্রণা ও তাঁর শাস্তি অর্জন করেছে:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24).

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর - আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" -(সূরা আত তাওবা, ৯; ২৪)

অথবা যা আল্লাহ বলেন আমাদের উপর তা সত্য হয়ে উঠে, আল্লাহ যখন বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39).

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" -(সূরা আত তাওবাহ: ৯; ৩৮-৩৯)

আল্লাহ ইমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39).

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের

কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।" -(সূরা আল-আনফাল ৮: ৩৯)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29).

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" -(সূরা আত তাওবাহ, ৯; ২৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123).

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" -(সূরা আত তাওবাহ , ৯; ১২৩)

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15).

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" সূরা আত তাওবাহ ৯; ১৪,১৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40).

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" -(সূরা আত তাওবাহ ৯; ৩৮-৪০)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216).

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" -(সূরা বাকারা ২; ২১৬)

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5).

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -(সূরা আত তাওবাহ ৯; ৫)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41).

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" -(সূরা আত তাওবাহ ৯; ৪১)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল..." -(সূরা মুহাম্মাদ, ৪৩; ৪)

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. -এর সাথে কিছুক্ষণ (৩+৪ পর্ব)

মুইনুদ্দিন শামী

অনুবাদ: আবু খাদিজা

(প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব তারবিয়াহ ২ ও ৩ এ প্রকাশিত হয়েছে)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরই আল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের মরণ দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবন ও মরণ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি দেখে নিতে পারেন যে আমাদের মধ্যে থেকে কে উত্তম আমল করে?

নোট: উক্ত আলোচনায় যেখানেই 'উস্তাদ' বা 'উস্তাদজী' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: শহিদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর সাথে কয়েকটি সাক্ষাৎকার। তার থেকে কিছু স্মৃতিচারণ করা। তার কিছু কথা এমন ছিল যা বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে প্রচন্ড আন্দোলনের ঝড় তুলতো। উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর জীবদ্দশায় তার প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে হয়তোবা গণ্য ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আমি আশাবাদী যে, তার শাহাদাতের পরে তার বন্ধুদের মধ্যে শামিল হয়েছি। আল্লাহর ইচ্ছায়- যদিও তার জীবদ্দশাতেই তার বন্ধুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। উস্তাদের মহব্বতের উল্লেখ এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইনশা আল্লাহ্ – তিনি আমাদের আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় লোকদের একজন ছিলেন। তিনি আমাদেরও প্রিয় ছিলেন এবং আমিও তার প্রিয় ছিলাম। আর এ ভালোবাসার সোনালি জিঞ্জির যা আল্লাহর দরবারে আলোচিত হওয়ার অন্যতম একটি পন্থা বা কারণ যার মাধ্যমে উস্তাদও আমাদের ভুলবেন না। ইনশা আল্লাহ্!।

হযরত উস্তাদ (রহ.) এর সাথে আজ পর্যন্ত যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে তার সকল স্মৃতি ও কথাতো স্মরণে নেই, কিন্তু তার যতটুকু স্মৃতিতে এখনো সজিবতার সাক্ষ্য রেখে চলছে, তার সবটুকু কাগজের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো। যা পরপারে ঘাটের কড়ি হিসেবে কাজে দিবে- ইনশা আল্লাহ্। আমি সহ যারা হযরত উস্তাদজী (রহ.) কে ভালোবাসেন তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে যেন সঠিক কথা, সঠিক নিয়্যতে ও সঠিক পন্থায় ব্যক্তকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

উত্তর ওয়াজিস্তানে পুনরায় ফিরে আসা।

হযরত উস্তাদজী (রহ.) নিজেই উত্তর ওয়াজিস্তানে অবস্থান করছিলেন এবং তারই তাশকীলে লেখক আঙ্গুরাডায় ছিলেন। আঙ্গুরাডায় উস্তাদজী (রহ.) এর মাজমুয়ার পক্ষ থেকে পত্র আদান প্রদান অর্থাৎ সম্মুখ জিহাদের খবরাখবর রাখার মূল দায়িত্বে ছিলেন ভাই আব্দুল হাসিব। উস্তাদজী (রহ.) এর মজলিসের সূত্র অনুযায়ী উস্তাদজী (রহ.) এর সাথীদের আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি।

হাফেজ আব্দুল হাসিব ভাই!

ভাই আব্দুল হাসিবের সাথে লেখকের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। জিহাদের ময়দানে আব্দুল হাসিব ভাই লেখকের আনুষ্ঠানিক শিক্ষকদের মধ্যে থেকে অন্যতম একজন ছিলেন, যার আলোচনা সামনে আসতেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষক এজন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষ অনানুষ্ঠানিক ভাবে অনেক কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ভাবে দ্বীনের জ্ঞান ও বিষয়াদি যারা শিখেছেন, তার মধ্যে সুহাইল ভাইয়ের পরে, এমন শিক্ষার্থীর আসনের সম্মান অর্জনে আব্দুল হাসিব ভাই-ই সক্ষম হন। আব্দুল হাসিব ভাইয়ের আসল নাম ছিল 'মুহাম্মাদ উসমান'। তিনি অত্যন্ত ভালো মানের হাফেজে কুরআন ছিলেন এবং তিনি ক্বিরাতে সাবয়া' তথা সাত হরফের ক্বারী ছিলেন। আর অত্যন্ত চমৎকার লাহানে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। শিক্ষা জীবনে যখন 'জামায়াতে ত্বলাবায়ে আরাবিয়্যাহ্' এর ছাত্র তখন থেকেই জিহাদের কাজে সংযুক্ত ছিলেন। পরে যখন কুরআন বর্ষে 'انفروا' তথা 'জিহাদের জন্য বের হও' এর মর্মার্থ অনুধাবন করেন তখনই জিহাদের ময়দানে দৌড় শুরু করেন। তার এক অনন্য গুণ ছিলো যা আমি সর্বদাই অনুভব করি তা হলো জিহাদের সাথে পরম ভালোবাসা ও এ ময়দানে অবস্থান করার অদম্য স্পৃহা।

সাহাবায়ে হাফেজ (রা.)-দের জিহাদি জযবা!

যখন সে প্রথমে জিহাদের ময়দানে তাশরীফ রাখেন, তখন হাফেজ আব্দুল হাসিব ভাইয়ের বয়স প্রায় বাইশ তেইশ বছর। তার দৃষ্টান্ত ছিলো হযরতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দের মধ্যেকার হুফফাজদের মতো। বিশেষ করে সাহাবা হুফফাজগণ যেমন আকাঙ্ক্ষা ও জযবার সাথে ক্বিতালের ময়দানে অবস্থান করতেন। তেমনি জযবা ও তামান্না আব্দুল হাসিব ভাইয়ের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তিনি যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে তিনি কাশ্মীরের জিহাদি ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌঁছান। সেখানে তিনি যুদ্ধের মূল দাওরাহ করেন, যাকে মায়াসকিরাতের পরিভাষায় বেসিক (Basic) বলা হয়। তারপর বিশেষ দাওয়াহতে অন্তর্ভুক্ত হন, যাকে এস.টি.এফ. (STF) বলা হয়ে থাকে। উক্ত দাওরাহ দেড় মাস পর্যন্ত সময় লাগে। আর এতে কঠোর শারীরিক ব্যয়াম ও অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। যাইহোক, এখানে যেহেতু STF এর আলোচনা চলে আসলো তাই এ বিষয়ে লেখা জরুরি মনে করছি যে, উস্তাদজী (রহ.) তিনি নিজেও উল্লেখিত দাওরাহ সম্পন্নকারীদের মধ্যে থেকে ছিলেন, বরং যারা এ দাওরাহ গ্রহণ করেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

হযরত উস্তাদজী (রহ.) একজন সিপাহসালারও বটে!

হযরত উস্তাদজী (রহ.) নিজেই আমাদেরকে আলোচনা করেছেন যে, ঐ ট্রেনিং-এ 'অগ্নি' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি বলেন, এ ট্রেনিং-এ প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার দৌড়াতে হয়, যার মধ্যে বিশ কিলোমিটার পট্টো নিয়ে বাকি আরো চৌদ্দ কিলোমিটার এল.এম.জি (লাইট মেশিনগান) নিয়ে অর্থাৎ চৌত্রিশ কেজি ওজনসহ দৌড়াতে হয়। আর এ দৌড়ের মধ্যে কোন বিশ্রামের সুযোগ নেই। উক্ত দৌড়ের সাথে সাথে বালুর বস্তায় দু'শ করে ঘুষি মারার কসরত করার কথা শুনেছি। এ ট্রেনিং-এর কথা শুনে হযরত সায়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর স্মৃতি মনে পড়ে যায়। কিছু ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে তিনি তিনশত কখনো চারশত বা আবার কখনো পাঁচশত ঘুষি মারার কসরত করতেন কোন ধরনের বিশ্রাম ছাড়াই একসাথে। এই ছিলো আমাদের পূর্বসূরিদের জিহাদি প্রশিক্ষণের ইতিহাস। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে যাদের অনুগত বানিয়েছেন তাদের অবস্থাও আমাদের পূর্বসূরিদের মতোই ছিলো। হযরত সায়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদি জিন্দেগীর এ আলোচনার দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি কেবলমাত্র একজন দা'য়ী বা মুবাল্লিগ এবং মুরুব্বী ছিলেন না যার হাওয়ালাহ অধিকাংশ লোক দিয়ে থাকেন। তেমনি হযরত উস্তাদজী (রহ.) আল্লাহর মেহেরবানীতে জিহাদের ময়দানে অনন্য যোদ্ধা ছিলেন। বরং তিনি সিপাহসালার ছিলেন।

আব্দুল হাসিব ভাই ঐ ক্যাম্পেই অবস্থান করেন এবং কাশ্মীর জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং ওখানে অবস্থানরত সংগঠনের উপর পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবস্থা অনুভব করতে সক্ষম হন। তাইতো যখন ঐ সংগঠনের পক্ষ থেকে আযাদ কাশ্মীরের জন্য জিহাদের দাওয়াত পান তখনই তিনি উপজাতিদের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজেকে উস্তাদজী (রহ.)-এর নিকট অর্পণ করার মোক্ষম সুযোগ পান। তিনি ওয়াজিস্তানে পৌঁছে পুনরায় মূল ট্রেনিং বা দাওরাহ করেন। যেখানে তার উস্তাদ ছিলো 'কমান্ডার খুর্রম সাঈদ ক্বিয়ানী' অর্থাৎ কাসেম ভাই। শারীরিক ও অস্ত্রের ট্রেনিং-এ তিনি পূর্বে থেকেই অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এ জন্য কিছু পরেই যখন নতুন কিছু সাথীরা অস্ত্রের ট্রেনিং-এর জন্য আসেন তাদেরকে ট্রেনিং করানোর গুরুদায়িত্ব ভাই হাফেজ আব্দুল হাসিবকেই গ্রহণ করতে হয়। স্বয়ং লেখকও আব্দুল হাসিব ভাইয়ের নিকট দাওরাহ্ করেন। আব্দুল হাসিব ভাই এই দাওরায় আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে ট্রেনিং ও আমল করে অতিবাহিত করেন। ফজর নামাজের পরেই আমাদের একত্রিত (অর্থাৎ এসেম্বলি) করতে হতো। তারপর ব্যয়াম করতে হতো আর আব্দুল হাসিব ভাই নিজেও উক্ত ব্যয়ামে অংশগ্রহণ করতেন এবং দুর্বল সাথীদেরকে এক একটা করে অনেক সাহায্য করতেন। সাথে সাথে নিজেও দৌড়াতে থাকতেন। তারপর নাস্তা করার পরে যুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়াতেন তারপর বাস্তব প্রশিক্ষণ শুরু করতেন। দুপুরে আধ ঘণ্টা ছুটি হতো। পুনরায় যোহরের নামাযের পরে তাজবিদ এবং মাসনূন দু'য়া সমূহ মুখস্ত করাতেন। তারপরে খানা খেয়ে অস্ত্র বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ। আসরের পরে খুবই গুরুত্বের সাথে জিকির আযকারের জন্য বসে যেতেন। মাগরিবের পরে রাতের খানা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঈশার নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যেত। ঈশার নামাযের পরে আমাদেরকে পাহারায় লাগাতেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই আমাদেরকে হ্যাকিং এবং ট্র্যাকিং-এর জন্য কিছু সাথীদেরকে রাতের অন্ধকারে পাঠাতেন। অনেক সময় আমরা দু' এক ঘন্টা পরেই ফিরে আসতাম আবার অনেক সময় পুরা রাত

পাহাড়ের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে করতেই সকাল হতো।

যাইহোক, আব্দুল হাসিব ভাইয়ের আলোচনাই এখানে মুখ্য ছিলো। তিনি খুবই নিয়ম মেনে চলতেন। সাথীদেরকে নিজের সাথে জুড়ে রাখতেন। অনেক সময় সাথীদেরকে সাধারণ শক্তি সামর্থ্যের বাইরেও চাপ প্রয়োগ করতেন শুধুই তারবিয়্যাতকে সামনে রেখে। তার এ সিফাত সম্পর্কে তারই এক ছাত্র যে আব্দুল হাসিব ভাইয়ের থেকে বয়সে বড় এবং একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন তিনি বলেন, সাধারণত যখন কোন ব্যক্তি কল্যাণমুখী হয় এবং স্বীয় সাথীদেরকে নিজের সাথে জুড়ে নিতে পারেন। তখন এমন ব্যক্তি নিজেই একটা দল বা হালকাহ বানিয়ে নেয় এবং উক্ত সাথীদের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আব্দুল হাসিব ভাইয়ের এ গুণ ছিলো যে, নিজের সাথে জুড়ে নেওয়া সাথীদেরকে জামাত এবং কেন্দ্রীয় আমীরদের সাথে জুড়ে দিতেন। এ আমলটা জিহাদের শক্তিকে বাড়ানোর সহায়ক। যখন সাথীদেরকে জুড়া বা জুড়ানোর আলোচনা চলছে, সেখানে মুর্শিদ সাহেবকে কীভাবে ভুলে থাকা যায়? হযরত ক্বারী উসামা ইব্রাহিম গুরী তিনিও এমনই ছিলেন। বরং কোথাও কোথাও অনেক বেশিই ছিলেন। সাথীরা খুব তাড়াতাড়িই তার আন্তরিক হয়ে উঠতেন এবং তার পথের পথিক হয়ে যেতেন। কিন্তু মুর্শিদ (রহ.) সর্বদাই সাথীদেরকে জামাতের মুরুব্বীদের সাথে জুড়িয়ে দিতেন। মুর্শিদ (রহ.) সত্যিকারেই একজন শায়েখ ছিলেন। তাকে এ অর্থেই শায়েখ বলছি যে, যখন কোন সাথী কোন জিম্মাদার থেকে এমন কোন বিষয় যা তারই (সাথীর ভালোর) জন্যই করা হয়েছে সে কারণে মনক্ষুন্ন হন, মুর্শিদ (রহ.) মেহনত ও চেষ্টা করে সেই সাথীকে পুনরায় জিহাদ ও জিহাদের মুরুব্বীদের আনুগত্যের আচলে জুড়ে দিতেন। যখন মুর্শিদ (রহ.) এর বিষয়ে কোন কিছু লিখার সুযোগ হলে সেখানে তার গুণাবলী সবিস্তারে আলোচনা করবো।

আব্দুল হাসিব ভাই এক যোদ্ধা পুরুষ ছিলেন কিন্তু তার দিল ছিলো অত্যন্ত নরম প্রকৃতির। সাধারণ এবং যোদ্ধাদের সাথে অবস্থানকালে দাওয়াত খুবই কম হয়, যা সাধারণ কথা। কিন্তু আব্দুল হাসিব ভাই দাওয়াতের কাজ খুব বেশি করতেন। আর এর উপকারিতাও ছিলো। নরম ব্যবহার এবং ভালোবাসা দিয়ে সাথীদের সংশোধন করতেন।

মাজহাব প্রীতি না হওয়া!

আব্দুল হাসিব ভাই যদিও বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি তথাপি কেউ মাজহাবের ভিত্তিতে দলগঠন করতে চেষ্টা করলে নরম দিলের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন একবার এক সাথী একটি শাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে একটাকে প্রাধান্য দিতে লাগলো। এ কথা জানতে পেরে আব্দুল হাসিব ভাই তাকে সে মারকায থেকে অন্যত্র কোন এক স্থানে পাঠিয়ে দেন। যাতে করে এ মাসয়ালা খতম হয়ে যায়।

জিহাদের ময়দান যেমন প্রশস্ত তেমনই সাথীদের খানাপিনা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও খরচের ব্যাপারে প্রশস্ত দ্বিলের পরিচয় দিতেন। বিশেষ করে রমযান মাসে। দানশীলতা ও মেহমানদারীর গুণাবলীও ছিলো অতুলনীয়। রমযান মাসে অন্য কোন মাযমুয়া বা দলের সাথীদেরকে ইফতারের দাওয়াত দিতেন। যাইহোক- এই হলো আব্দুল হাসিব ভাইয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। তিনি ২০১৫ ঈসায়ীর শেষের দিকে শাহাদাত লাভে ধন্য হন। আমেরিকা ও আফগান কমান্ডো বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলে এবং যুদ্ধের ফলাফল দাড়ায় তার আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া। আমাদের এক কবি ভাই ‘عزیزم’ তথা ‘আমাদের প্রিয়’ শিরোনামে আব্দুল হাসিব ভাইয়ের শাহাদাতে একটি কবিতা রচনা করে বলেন আল্লাহ তার প্রতি প্রশস্ত রহমতের বারিধারা জারি করুন।

রাতের অতন্দ্র প্রহরী!

আঙ্গুরাডায় প্রায় দু'মাস অবস্থানের পর লেখককে ১৩ রমযানে হযরত উস্তাদজী (রহ.) উত্তর ওয়াজিস্তানে ডেকে পাঠালে লেখক মিরানশাহ নামক স্থানে পৌঁছান। রাতের বেলা ছিলো তাই তারাবীহ ও অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হয়ে স্বীয় সাথীর ঘুমানো ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন।

হযরত উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে সফরের সকল ক্লান্তি দূরীভূত করেন। উস্তাদজী (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন তিনি একাকী বসে আছেন এবং মাথায় তেল দিচ্ছিলেন। আমি একটু বড় করে বললাম যে, আমি তেল লাগিয়ে দেই! এ কথা শুনে উস্তাদজী (রহ.) বললেন অনুমতি দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমি জানতে চাইলাম কতটুকু তৈল লাগাতে হবে? উত্তরে উস্তাদজী (রহ.) এর অভ্যাস অনুযায়ী বললেন, যতটুকু আমার মাথাকে সতেজ করে তোলে। আমি তৈল মালিশ করছিলাম এবং সাথে সাথে উস্তাদজী (রহ.) আমার কৃত কাজের বর্ণনা তথা কারগুজারী শুনতেছিলেন। ফজরের দেড় ঘন্টা পূর্বে উঠলেন এবং ঘুমানোর জন্য চলে গেলেন। মোটামুটি আধা ঘণ্টা পরে আবার জাগ্রত হলেন এবং ইবাদত ও জিকিরে মাশগুল হলেন। যেহেতু সেটা ভিন্ন একটা কামরা ছিলো এজন্য আওয়াজ করছিলেন। যে সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে তাই উস্তাদজী (রহ.) আমাকে বললেন যে, মেহমান খানায় যাও এবং দেখো সেহরীর কোন ব্যবস্থা আছে কি-না? আমি বের হলাম এবং দেখলাম যে, ‘সাদিক’ ভাই সামনের দিকে আসতেছেন। তার আসল নাম হচ্ছে ‘সায়্যেদ কাসেম হাশেমী’। সে একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ও হক্ব পন্থী ছিলেন। তার সম্পর্কিত কিছু বিষয় লিখবো। কিন্তু আগামী কয়েক মজলিস পর তার আলোচনা আসবে তাই এখানেই তার আলোচনা স্থগিত করছি।

সাহরীর যতটুকু সময় বাকি ছিলো তার মধ্যেই হযরত উস্তাদজী (রহ.) এবং আমি সাহরী খেয়ে নেই। তারপরে ফযর নামায আদায় করি এবং এরপরে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ি। যখন বিশ্রাম সেরে উঠলাম তখন হযরত উস্তাদজী (রহ.) আমাকে ডাকলেন এবং আমার পূর্বে বর্ণিত কারগুজারীর উপর চিন্তা করতে

লাগলেন। এর মধ্যে যে বিষয়টিকে হযরত উস্তাদজী (রহ.) নির্বাচিত করলেন সেটা হলো 'সংশোধনের পন্থা'। লেখক যখন আঙ্গুরাডায় ছিলেন তখন মানুষের মুয়ামালাতের কিছু মাসয়ালার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার কয়েকটা নিয়েও আলোচনা হয়। লেখক কয়েকটি বিষয়কে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা উল্টো হয়ে গিয়েছিলো। এ ব্যাপারে উস্তাদজী (রহ.) দৃষ্টিপাত করে বললেন যখনই কোন বিষয় সংশোধন করতে চাইবে, তখন সংশোধনের পূর্বেই বান্দাকে নিজের অবস্থান দেখে নেওয়া চাই। যদি সংশোধনকারী বান্দা সবদিক থেকেই ছোট হয়ে থাকে তাহলে অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি কীভাবে তার কথাকে গ্রহণ করবে? সম্ভবত এমন না-ও হতে পারে। যাইহোক কল্যাণ যেখান থেকেই আসুক তাকে গ্রহণ করা। তবে সবখানে এটা হয় না। উপস্থিত কোন জায়গায় সংশোধন করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রথমেই এটা দেখা জরুরী যে, আপনি সংশোধিত ব্যক্তির থেকে বয়সে বড়? নাকি জ্ঞানে বড়? জিহাদের ময়দানে কে আগে এসেছে? ইত্যাদি দেখে তারপর সংশোধনের চেষ্টা করা চাই। আর তা নাহলে সংশ্লিষ্ট কোন জিম্মাদার অথবা কোন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে জ্ঞাত করানো। এখানেও দোষচর্চা বা গিবতের নিয়তে না হওয়া চাই বরং আমার বা আমাদের এই ভাই সংশোধন হয়ে যাক এই নিয়ত থাকা চাই। এভাবে একটা একটা করে প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোচনা করে বোঝাতে লাগলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন কোন কথা যদি আমাদের বুঝে আসে তার দ্বারা সংশোধন করে দেন।

আমাদের কেমন আচরণ থাকা চাই!

রমজানের শেষ তারিখ ছিলো। সেদিন এক শহিদ সাথীর ভাই পাকিস্তান থেকে সাক্ষাতের জন্য আসে। এ ব্যক্তি মুজাহিদীনদের দাওয়াতের প্রতি মুয়াফিক ছিলো না, বরং মুখালিফ ছিলো। যখন ইফতারির সময় হলো তখন হযরত এবং আবু আয়ূ্যব ভাই (আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করুন) যিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের উক্ত দু'জন (উস্তাদজী (রহ.)-এর মাজমুয়া) এর পক্ষ থেকে জিম্মাদার ছিলেন। তারা মেহমানের সম্মানার্থে দু'চার প্রকারের খানা দস্তরখানে হাজির করলেন। যখন খানার সামনে বসলো এবং ইফতারের কয়েক মিনিট বাকি ছিলো তখন ঐ মেহমান বলতে লাগলো যে, এ খানার টাকা কোথা হতে আসে? তার কথায় তোহমত ও অপবাদ ছিলো যে, মুজাহিদরা ভিন্ন দেশের কোন এজেন্সির এজেন্ট। চিন্তা করুন কোন মুহূর্তে কি ধরনের প্রশ্ন তুলছে! অন্য কেউ হলে ভড়কে যেত। উস্তাদজী (রহ.) অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন এভাবে যে, জিহাদের কিছু আনসার আছে...... অনেক লোক আছে যারা তাদের সম্পদের কিছু অংশ এ পথে ব্যয় করে থাকে.... সেখান থেকেই এসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ শহিদ ভাইয়ের আগত ভাই আর কিছু বললেন না। যে বস্তু তাকে স্তব্ধ করে দেয় তাহলো উস্তাদজী (রহ.)-এর সবর, ধৈর্য্য ও কৌশল। পরে কি কথা হলো সে খবর আমার জানা নেই। এ বিষয়টি আবু আয়ূ্যব ভাই আমাদেরকে শোনালেন। আবু আয়ূ্যব ভাই আমাদেরকে এটাও বললেন যে, উস্তাদজী (রহ.) মেহমানের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব খুবই বিনয়ের সাথে দিতে থাকেন। ঐ ব্যক্তির বুঝ শক্তি তেমন ছিলো না। কিন্তু উস্তাদজী (রহ.) তা সত্ত্বেও বোঝাতেই ছিলেন এবং কখনো আওয়াজকে উঁচু হতে দেননি। আল্লাহ্ পাক তার উক্ত আখলাক আমাদের দান করুন।

হযরতের সোহবতেই রমজানের শেষদিন পার হয়ে ঈদ চলে আসে। ঈদের অবস্থাসমূহের আলোচনা করা খুবই জরুরী। যার আলোচনা উস্তাদজী (রহ.) এর আগামী মজলিসে হবে। ইনশা আল্লাহ্!

ঈদুল ফিতর ১৪৩২ হিজরী/২০১০ ঈসায়ী

রমজান শেষ হয়ে গেছে। আমি তরিক ভাইয়ের সাথে (আল্লাহ্ তাকে দ্রুত মুক্তি দান করেন!) তাদের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। সেখান থেকে প্রতিবেশী মূসা ভাইয়ের সাথে তার টয়োটা করোলা গাড়িতে করে উত্তর ওয়াজিস্তানের মিরান শাহ এলাকা সংলগ্ন একটা স্থানে অবস্থিত উস্তাদজী (রহ.) এর বাড়িতে যাই। হযরত উস্তাদজী (রহ.) আমাদের দেখে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলেন এবং বড়ই মহব্বতের সাথে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন। সেদিন উস্তাদজী (রহ.) সাদা কাপড় পরিধান করেছিলেন। মাথায় সাদা জালি টুপি পরিধান করছিলেন। পায়ে সবসময়কার মতো হালকা বাদামি রঙের চামড়ার স্যান্ডেল পরেছিলেন। উস্তাদজী (রহ.) ঘরে ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর নিজের ক্লাশিনকোভ কাঁধে ঝুলিয়ে জুব্বা পরিধান করে ফিরে আসেন। তারপর গাড়িতে উঠে আমরা চারজন মিরান শাহ্ শহরে অবস্থিত হযরত উস্তাদজী (রহ.) এর মাজমুয়ার সাথীদের মেহমানখানায় উপস্থিত হয়।

মেহমানখানায় ঈদের দিন

লেখক সাহেব উস্তাদজী (রহ.) এর অতিবাহিত দিনগুলির কার্যাবলী লিখছিলেন। তখন লেখকের অবস্থা এমন ছিলো যে, কেমন যেন কোন ছেলে তার পিতা সম্পর্কে লিখছে। এমন এক পিতা যার শৈশব ছেলেবেলাতেই শেষ হয়ে যায় এবং বাচ্চা নিজেই পিতার জিন্দেগীর অনেক অধ্যায় প্রকাশিত হতে দেখেছে। অবশ্য এ দেখাটা প্রথমত: অনেক অল্প এবং দ্বিতীয়ত: লেখক নিজেও 'বাচ্চা' অবস্থায় দেখেছেন। সুতরাং একটি শিশু তার শিশুবেলার অবস্থানুযায়ী এবং প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যে কথাগুলোকে ব্যক্ত করতে পারে, এ লেখায় সে রকম একটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

আলোচনা চলছিলো যে, আমরা চারজনেই মেহমান খানায় পৌঁছাই। এ দিন মেহমান খানায় চৌদ্দ-পনেরো জন সাথী উপস্থিত ছিলো। যাদের মধ্যে অনেকেরই জীবন যায় যায় অবস্থা আর যারা জীবিত তাদের অবস্থাতো দুশমনের জেলখানার মতো। আর উস্তাদজী (রহ.)-এর মতো কিছু 'এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অনুগ্রহের প্রতি অত্যন্ত খুশি' দলের মধ্যে গণ্য ইনশা আল্লাহ্। তাদের জন্য শুভেচ্ছা ও সু-সংবাদ। হযরত এক

একজন সাথীর সাথে সাক্ষাত করতে লাগলেন এবং মুয়া'নাকা করলেন। তাদের হালাত জিজ্ঞেস করলেন। এভাবে প্রায় আধা ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর পনেরো জন বা তার চেয়ে বেশি সাথী মেহমানখানায় চলে আসেন। আগত উক্ত নতুন সাথীদের অনেকেই তার পূর্বের দিন জিহাদের ময়দানে পৌঁছেছিলেন। সেসকল ভাইদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই শহিদ হয়েছেন তারা হলেন - ক্বারী আসেম ভাই, সিদ্দীক (সায়্যেদ কাসেম হাশেমী) ভাই, ঈসা (সা'দ সুলতান) ভাই, আরিফ (আমজাদ আহমাদ) ভাই, ফুরকান (ফয়সাল) ভাই, জাহিদ আব্দুল ওয়াদুদ (আব্দুর র'ফি) ভাই, আব্দুল মাজিদ ভাই এবং আফতাব ভাই। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের সকলকে প্রশস্ত রহমতের চাদরে ঢেকে নিন। এ সকল শুহাদাদের প্রত্যেকের বিষয়ে লেখার হক্ব রয়েছে। যদি চলতি সংখ্যায় সুযোগ না হয় তবে আল্লাহ্ চাহেন তো সামনের সংখ্যায় অবশ্যই তাদের বিষয়ে কিছু লিখার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

মেহমানদারী

নবাগত 'মেহমান'দেরকে মিষ্টান্ন দেওয়া হলো। যদিও আমাদের বীর্রে সগীরের প্রথা অনুসারে ঈদের দিন 'দুধ দিয়ে তৈরি খেজুর আকৃতির মিষ্টি' দেওয়া হয়, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী 'আহত' সাথীদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে 'ত্রিফল' (যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ফল, কেক, জেলি ইত্যাদি দুধের পায়েশের সাথে মিশিয়ে করে খাওয়া হয়) তৈরি করা হয়েছিলো। সুতরাং সেই ত্রিফল দিয়েই আমাদেরকে মেহমানদারী করানো হলো। আমাদেরকে যে পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল তা ছিলো অতিশয় পূর্ণ।

চমৎকারঃ আমীরের আনুগত্য!

কিছু সাথীদের সাথে একাকিত্বে সাক্ষাতের জন্য উস্তাদজী (রহ.) রুমের এক প্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। এখানে একটা বড় ঘটনাও ঘটে যায়, যা আমি উস্তাদজী (রহ.) এর কাছে একদিন বা দু'দিন পর শুনেছিলাম। একবার এক সাথীকে উস্তাদজী (রহ.) এমন একটি স্থানে ডাকলেন যেখানে বড় বড় কারখানা রয়েছে। ঐ সাথীর জন্য উস্তাদজীর সাথে এটাই প্রথম সাক্ষাত ছিলো। তাই উক্ত সাথী উস্তাদজী (রহ.) কে চিনতেন না। উস্তাদজী (রহ.) তার সাথে দেখা করে তার হাল-হাকিক্বত শুনলেন। এরপর তার আসল নাম ও এলাকার নাম ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন।

উস্তাদজী (রহ.) যখন ঐ সাথীকে কোন প্রশ্ন করছিলেন তখন উক্ত সাথী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং আমতা আমতা করে উত্তর দিচ্ছিলেন। তখন উস্তাদজী (রহ.) এর অনুভব হলো যে, উক্ত সাথীর মধ্যে এমন কোন বিষয় আছে যার কারণে আমার সাথে এভাবে কথা বলছে।

যাইহোক কথা চলছিলো। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে উস্তাদজী (রহ.) উক্ত সাথীকে প্রশ্ন করলে ঐ সাথী রেগে যায় এবং বলতে থাকে যে, 'ভাই আপনি কে? আমাকে কেন এ ধরনের প্রশ্ন করছেন? আমাকে তো আমার জিম্মাদার বলেছেন যে, এমন কথা মাজমুয়া'র আমীরে মুহতারাম ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না!"। তখন উস্তাদজী (রহ.) বুঝতে পারলেন যে, সে কেন কথার মধ্যে জড়তা রেখে চলছে। এ কারণে উস্তাদজী (রহ.) নিজের পরিচয় দিলেন যে, আমার নাম আব্দুর রহীম। আর সাথীরা হযরতকে আব্দুর রহীম নামেই চিনতেন। এ কথা শুনে ঐ ভাই আরো জড়সড় হয়ে বলতে লাগলো যে, 'উপর থেকে আপনার নাম "আব্দুর রহীম" রেখেছে যা কি-না মাজমুয়া'র আমীরে মুহতারামের নাম যাতে করে সাথীরা ধোঁকা খেতে পারে!। এ কথা শুনে উস্তাদজী (রহ.) থমকে গেলেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন যে, ভাই! আমিই আব্দুর রহীম, ফারুক অর্থাৎ আমীরে মাজমুয়া'। এটা শুনে ঐ বেচারা খুবই লজ্জিত হলো এবং ওযর পেশ করলো।

জিহাদী বিনোদন!

উস্তাদজী (রহ.) এর সাক্ষাত পর্ব শেষ হবার পর মুজাহিদীনদের ইশক্ব সম্বলিত তারানার মাহফিল জমে উঠলো। সেখানে সকল সাথীই খুব তাৎপর্যপূর্ণ তারানা পড়তে বা শুনাতে লাগলেন। এরই মাঝে সা'দ সুলতান ভাই তাকবির ধ্বনি দিয়ে মাহফিল গরম করে তুললেন। প্রথমবার যখন তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন তখনই সকলে আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। এদিন তিনি পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে তাকবীর দিয়েছিলেন।

মুজাহিদ বাবুর্চীঃ আরিফ ভাই!

একদিকে তারানা গাওয়া চলছে সেই সাথে কামরার ভিতরের 'রান্নার অংশে' আরিফ ভাই এক দু'জন সাথী নিয়ে বিরিয়ানী রান্না করেছিলেন। আরিফ ভাই (রহ.) এর বিরিয়ানী পাকানো খুবই প্রসিদ্ধ ছিলো। তার রান্না করা খাবার খুবই মজাদার ছিলো। আমরা যখন তার চিকেন বিরিয়ানীর স্মৃতিচারণ করছি তখন তিনি জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামত নানান প্রকার 'পাখির' মাংস, দামি দামি খুশবু এবং হাজারো উন্নত মসলা দ্বারা পাকানো এবং তৈরিকৃত বিরিয়ানী খেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন, ইনশা আল্লাহ্।

সংগীতানুষ্ঠানঃ শিল্পী কে?

হযরত উস্তাদজী (রহ.) তার সব সময়ের প্রিয় না'তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "মাওলায়্যা সল্লি ওয়া সাল্লিম দাঈমান আবাদান"........ শোনান। এরই মাঝে সম্মানিত শায়েখ আমীরে মুহতারাম মাওলানা আসেম ওমর (আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করুন) আসেন। তিনি আসার সাথে সাথেই উস্তাদজী নিজের স্থান ছেড়ে মাওলানাকে বসতে দিয়ে তার ডান পার্শ্বে বসে পড়েন। আমরা মাওলানাকে তখনো চিনতাম না যে, তিনি কে। হযরত মাওলানা খুবই বিনয়ের সাথে বসে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তারানা চলাবস্থায় সাথীদেরকে উস্তাদজী মুজাহিদদের প্রিয় আরবি সংগীত 'গুরাবা' শোনানোর জন্য

বললেন। তারপর উস্তাদজী হযরত মাওলানাকে সংগীত শোনাতে দাওয়াত দিলেন। ফলে হযরত মাওলানা "মাওলানা যাকি (রহ.) এর কবিতা 'যামানায়ে মুনক্বলেব হ্যায়, ইনক্বিলাব আয়্যাহি করতে হে' শোনালেন। তারপর বেশকিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেলে সম্মানিত শায়েখ হাফেজ সুহাইব গুরী তাশরীফ নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পরে তার থেকেও সংগীত শোনানোর আহ্বান করলে তিনি আল্লামা ইকবালের প্রসিদ্ধ কবিতা 'খোদ-ই কাছের নেহাল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শোনান।

বড়দের স্মৃতিচারণ!

সংগীত শোনা এবং শোনানোর মাঝেই খুব ক্ষুধা পেয়ে বসে। এদিকে আরিফ ভাইয়ের পাকানো 'বিরিয়ানী' প্রস্তুত ছিলো। সেগুলোকে প্লেট ও গামলায় করে রাখা হলো। সাথে সালাদ এবং পান করার জন্য ঠাণ্ডা শরবত ছিলো। এ ধরনের উচ্চমানের খানা সামনে আসায় মুজাহিদ ও আলেম, জাহেদ ও আবেদ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহ.) এর একটা কথা মনে পড়ে গেলো।

কোনো এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহ.) কে (উচ্চমানের খানা এবং অনেক পরিমাণে) খেতে দেখে বলতে লাগলো যে, মুজাহিদ হয়ে কি-না এমন (উন্নত) খাবার খাচ্ছেন? ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন: 'যখন খাওয়ার এমন সুযোগ হয় তখন (বীর) পুরুষের মতো খেতে থাকি, আর যখন সুযোগ না পাই তখন (ধৈর্যশীল) পুরুষের মতোই সবর করতে থাকি!'।

এ সব কিছুই আল্লাহর নেয়ামত বা অনুগ্রহ। হযরত হাজী সাহেব ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) স্বীয় শাগরিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কে পানি পান করতে দেখে বলেছিলেন, 'আশরাফ আলী! যখন পানি পান করো তখন খুব ঠাণ্ডা পানি পান করবে। যাতে করে যখন পানি পান করো সে পানি যে যে স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয় তার প্রত্যেক অঙ্গই আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে করে থাকে'।

বুজুর্গ উলামাগণ বলেন, বর্তমানে কঠিন সাধনা করা লোকদের জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে। তাই কেউ যদি নেয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, হারাম থেকে বেঁচে থাকে এবং ওয়াজিব কাজগুলোর আঞ্জাম দেয় তাহলেই সে আল্লাহর ওলী বলে গণ্য হবে।

মুজাহিদীনদের জীবনে হাজারো রকমের চিন্তা-ফিকির এবং ঝুঁকি রয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজেদের পেরেশানির সাথে সাথে উম্মাহর পেরেশানি ও দু:খ কষ্টকে নিজেদের কাধে তুলে নেয় এবং সুযোগ পেলেই আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। তাদের জন্য আল্লাহর নেয়ামতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং বাস্তবে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখেছি যে, যখন মুজাহিদীনদের কোনো নেয়ামত অর্জিত হয় তখন তারা যারপরনাই আনন্দিত হন। তারা আল্লাহর তারীফ ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সে নেয়ামতকে ভোগ করেন এবং যখন সে নেয়ামত খতম হয়ে যায় তখনও হামদ ও সানা দ্বারাই শেষ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকেও এমন হওয়ার তাওফিক দান করুন- আমীন।

অতিথীদের আরামের ব্যবস্থা করা কর্তব্যঃ

এখানে এ কথা উল্লেখ করা খুবই জরুরী যে, হযরত উস্তাদজী (রহ.) সবসময় সাথীদের এবং অন্য সকল লোকদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করতেন। তবে নিজের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট, দুনিয়া ত্যাগী এবং গরিব ছিলেন। হযরত উস্তাদজী (রহ.) এর গরিব অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোতে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

উস্তাদজী (রহ.) নিজেই তার জীবন চলার পথে দুনিয়া ত্যাগের বিষয়ে 'ওহ দিয়ে চলে যাহা-মে তাওহীদ কী গাওয়াহী' 'শায়ী করদাহ্' 'এদারায়ে হিত্তীন' রিসালাগুলিতে উল্লেখ করেছেন। এটাও লিখেছেন যে, উস্তাদজী (রহ.) তার উস্তাদ ও শায়েখ, ফক্বীহ ও মারাবেতে শায়েখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী শহীদ (রহ.) এর সাথে 'জুহদ' বা দুনিয়া ত্যাগের উপর অনেক বেশি আলোচনা করতেন এবং শায়েখ আবু ইয়াহইয়ার থেকে অনেক ফায়দা গ্রহণ করতেন।

বাবুর্চিই যখন ক্ষুধার্ত!

আমরা বিরিয়ানী খাচ্ছিলাম। আরিফ ভাই এবং অন্যান্য নির্ধারিত খেদমতের সাথীরা বিরিয়ানী দিচ্ছিলেন। রান্না খুব ভালো হওয়াই সকলেই তৃপ্তি সহকারে খানা খাচ্ছিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আরিফ ভাই ও খেদমতের সাথীদেরকে রহমতের চাদরে ঢেকে নিন। কেননা তখন পর্যন্ত তারা নিজেরা এক লোকমা খাবারও খাননি। এদিকে মেহমানদের বিরিয়ানী দিতে দিতে সম্পূর্ণ শেষ করে ফেললেন।

খানা শেষ হয়ে যাবার এই বিষয়টি সামান্য কিছু সাথীই জানতে পারেন। আমি নিজেও বিষয়টা জানতাম না। খানার মজলিশ শেষ হয়ে যাবার পর স্থানীয় মুজাহিদ মেহমান এবং উস্তাদজী (রহ.) এর মাজমুয়া এবং অন্যান্য মাজমুয়ার সাথী ও মেহমানসহ উস্তাদজীও চলে যান। পিছনে পাঁচ-ছয় জন সাথী থেকে যান - যার মধ্যে লেখকও ছিলো। উক্ত সাথীরা পুনরায় রান্না শুরু করে এবং এবারও আরিফ ভাই পাকাতে থাকেন। তারপর অনেকক্ষণ বাদে সকলেই একসাথে খানা খান।

ঈদের দিনের এ মজলিশ এখানেই শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ্ চাহেন তো আগামী সংখ্যায় উপরোল্লিখিত শুহাদাগণ যাদের সম্পর্কে আমার জানা-শোনা আছে তাদের বিষয়ে লিখবো। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দানকারী।

৩য়+ ৪থ পর্ব সমাপ্ত

[চলবে- ইনশা আল্লাহ্]

উম্মাহর দুঃখকষ্ট
নিজের মাঝে অনুভব করা



শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ: মুহাম্মাদ সাফকাত ওয়াসি

বর্তমানে তোমরা মুসলিম বিশ্বের অপরপাশে তোমার ভাইদের সাথে যা হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের ভাইদের ব্যথা ও দুর্দশা তোমাদের অনুভব করতে হবে। ফিলিস্তিন ও ইরাকে যা হচ্ছে সে ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্ন থাকতে হবে।

কাশ্মীরে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে তোমাদের মাথাব্যথা থাকতে হবে - যদিও সেটা তোমার নিজ দেশ নয়।

এই মুসলিম দেশগুলোতে কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা বিদ্যমান। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছে।

কিন্তু সেটা তোমার মধ্যে কোন তফাৎ ফেলা উচিৎ না। তাদের সরকারদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু সেই দেশে যেই মুসলিমরা আছে তারা আমার ভাই, তোমাদের বিষয়টা এইভাবে দেখতে হবে।

তোমাদের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য উদ্বেগ থাকতে হবে।
কারণে সে মুসলিমদের অন্তর্গত নয় যে মুসলিমদের নিয়ে কোন চিন্তা করে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –“একজন মানুষ তাদের সাথে হাশরের দিনে থাকবে যাদের সে ভালবাসে”। অর্থাৎ হাশরের দিন তুমি তাদের সাথে থাকবে যাদের তুমি ভালোবাসো।

যদি তোমার মুসলিমদের প্রতি ভালবাসা থাকে তবে হাশরের দিন তুমি মুসলিমদের সাথে থাকবে। যদি তোমার কাফেরদের প্রতি ভালবাসা থাকে তবে হাশরের দিন তুমি কাফেরদের সাথে থাকবে। এটাই নিয়ম। এটাই আল্লাহ আযযা-ওয়াযালের ন্যায়বিচার।

যে মুসলিমদের ভালবাসে সে মুসলিমদের সাথে থাকবে এবং তাঁরা যেখানেই যাবে - সে তাঁদের অনুসরণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আযযা-ওয়াযাল হাশরের দিন মানুষকে বলবেন, "যে দেবতাদের তোমরা উপাসনা করতে, তাদের অনুসরণ কর"।

তাই যে ক্রুশের উপাসনা করত - সে ক্রুশকে অনুসরণ করবে।

যে মূর্তির উপাসনা করত - সে মূর্তিকে অনুসরণ করবে। আল্লাহ আযযা-ওয়াযাল তাদের বলবেন, “যদি তুমি আমার ইবাদত না করে থাক - তবে তুমি আমার কাছে পুরষ্কার আশা করতে পার না।”

তোমার দেবতাদের কাছে যাও এবং তাদের কাছে আজ পুরস্কার চাও। এবং তখন আল্লাহ আযযা-ওয়াযাল সেই মিথ্যা দেব-দেবীদের মূর্তি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন এবং তাদের অনুসারীদেরকেও এসকল মূর্তিকে অনুসরণ করতে হবে।

কারণ আল্লাহ আযযা-ওয়াযাল হচ্ছেন ন্যায়বিচারক। তুমি তার ইবাদত করেছ, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তুমি অন্য কারো উপাসনা করেছ, সেই দেবদেবীর কাছে গিয়ে পুরস্কার ভিক্ষা কর। এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

কারাবন্দী সিংহ

শাইখ আলি আল তামিমির কিছু কথা

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাফকাত ওয়াসি

তাই আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে - জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল - আল্লাহর ইবাদত করা। একজন লোকের পক্ষে আল্লাহ আযযা-ওয়াযালের ইবাদতের জন্য সর্বোত্তম জায়গাটি অবশ্যই মসজিদ। কিন্তু এছাড়াও ইবাদতের মৌলিক কাজগুলো যেমন - নামাজ, আল্লাহর যিকির, দু'আ, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, তাঁর অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, তাঁর শাস্তির ভয়, রোজা রাখা এবং আরও অনেক কিছু, একজন মানুষ কারাগারে থেকেও ভালভাবে করতে পারবে ইনশা আল্লাহ।

ভাই ও বোনেরা -

এখন আপনাদের জানার জন্য আমার মামলাটি সম্পর্কে একটু বলি। যারা অন্য ভাইদের বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন তারা নিশ্চয় জানেন যে, এই ইস্যুটি অনেকদিন ধরে চলে আসছে। প্রায় দু'বছর আগে আমার বাসায় রেইড দেয়া হয়েছিল। আমার পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি যেই ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছিলাম সেখান থেকে আমি চাকরি হারাই এবং আমি গত নয় মাস থেকে বেকার আছি।

এই সময়টাতে আমার মনে হয়েছে যে, মুসলিমদের সবাইকে শিক্ষাদান করা উচিত। আমি গত দেড় বছর ধরে সরকারকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলাম। আমি স্বেচ্ছায় খোলামনে তাদের সাথে অনেকবার দেখা করেছি। হয়ত সাত-আটবার তাদেরকে ব্যাখ্যা করার, বোঝানোর, শেখানোর এবং সেতুবন্ধন গড়ার চেষ্টা করেছি। আমার ও তাদের মধ্যে যেন কোন শত্রুতা তৈরি না হয় সে চেষ্টাও করেছি।

যাইহোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশে এটি অবশেষে কোন ফল বয়ে আনে নি। আমরা সরকারের কাছে ফলাফল জানতে চেয়েছিলাম। তারা আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিয়ে দুটি পথের একটি বেছে নিতে বলেছিল। হয় আমি ধরা দিয়ে একটি দোষ স্বীকার করব আর তারা আমাকে চৌদ্দ বছরের শাস্তি দিবে অথবা তারা আমাকে দোষী পেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিবে। আল্লাহ আযযা-ওয়াযাল আমাকে যেকোন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আমি অবশ্য এরকম কোন চুক্তিতে সই করিনি।

আমার মনে পড়ে, আমি এই ঘটনার শুরুতে যখন আমার মা বাবার কাছে যাই, আমি বেশ বিভ্রান্ত ছিলাম আমি কি করব তা নিয়ে। আর আমার মা আমাকে বলেছিলেন, "বাবা, মৃত্যু শুধু জীবনে একবার আসে।" আর আমার বাবা যিনি ৮৫ বছর বয়স্ক, কার্যত অন্ধ, আমাকে বললেন, "আমি তোমাকে নিজের আত্মা বিক্রি করে - তোমার নিজের এবং আল্লাহ তায়ালার থেকে বিতাড়িত হতে দেখার চেয়ে - তোমাকে নিজের নীতি ও বিশ্বাসের উপর সমুন্নত থেকে - কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে দেখতে বেশি পছন্দ করব।"

আমার মনে পড়ে আমি একা একা চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করছিলাম যে আমি এখন কি করব। শরীয়াহ আমাদের শিখায় যে, দুটি অমঙ্গলের মধ্যে ছোটটি গ্রহণ কর। কিন্তু আমার মনে পড়ে সায়্যিদ কুতুব (র.) (যার বই

আমি পড়ে বড় হয়েছি এবং যার উপদেশগুলো আমার ভাল লাগত) জল্লাদের সামনে দাড়িয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, সেই আঙ্গুল যা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু ইবাদতের যোগ্য নয়, সেটা কীভাবে এমন কিছুকে ইশারা করবে যা মিথ্যা?"

আমার মনে পড়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ (র:) এর কথা। তিনি বলেছেন, "আমার শত্রুরা আমার সাথে কি করবে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে; আমি যেখানেই যাই, এটা আমার সাথে যায়। আমাকে কারাগারে পাঠানো মানে আমাকে 'খালওয়া' (আল্লাহর প্রতি ব্যক্তিগত একনিষ্ঠা) পেতে দেয়া। আমাকে হত্যা করা হচ্ছে শাহাদাত এবং আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে 'সিয়াহাহ' (আল্লাহর রাস্তায় সফর)।"

তাই যখন আমি এই ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করলাম - যাদের বই আমি পড়তাম এবং তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে পড়াশোনা করতাম – তখন বুঝলাম যে, আমার কাছে একটি পথই আছে। সেটা হল - আমি আল্লাহ আযযা-ওয়াযালের উপর বিশ্বাস রাখব এবং তার অনুগ্রহের আশায় থাকব এবং এটা মনে রাখবো যে আল্লাহ আমার জন্য যাই ফয়সালা করবেন তা ভালোর জন্যই করবেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমনটি বলতেন, "আমি সকালে যে অবস্থায় ঘুম থেকে উঠি সেটা আমার জন্য ভালো না খারাপ সেটা আমি পরোয়া করি না। কারণ আমি জানি না আমার জন্য কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ।"

আমার পরিচিত কয়েকজন জানেন যে, ইসলামী শিক্ষাদানের পাশাপাশি আমি আমার পি.এইচ.ডি. নিয়ে কাজ করছিলাম। আর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরেই আমার ডক্টরাল ডিফেন্স দেয়ার তারিখ ছিল। আমার ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের মতে ক্যান্সার রোগটি বোঝার জন্য আমার রিসার্চ অনেক কাজে দিবে। কিছু লোকজন মনে করত যে - ক্যান্সার দেহে একটি বিশেষ উপায়ে তৈরি হয়। আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমিই সর্বপ্রথম সেই তত্ত্বটি প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম।

একারণে আমরা সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলাম। আমরা সরকারকে বললাম যে, "আমরা গত দেড় বছর ধরে একসাথে কাজ করেছি, তত্ত্বটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। কাজটি এখন শেষ পর্যায়ে। তাই আমাদের শুধু পাঁচ সপ্তাহ সময় দাও। আমাকে অভিযুক্ত করো ঠিক আছে, কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ পরে কর। জনাব আল-তামিমিকে তার ডক্টর ডিগ্রী শেষ করতে আর তাঁর রিসার্চ পাবলিশ করতে দাও যার উপর তিনি কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন। যাতে এটা মানবতার উপকারে আসে এবং বিফলে না যায়"।

দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার কোনো কারণ না দেখিয়েই আমাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, এটা রাজনৈতিক কারণে হয়েছে। আর পাঁচ সপ্তাহ পরেই নির্বাচন ছিল। আর পাঁচ সপ্তাহ পর আমার অভিযোগ অবশ্যই নির্বাচনের সময় অতিক্রম করবে, যা হয়ত মিডিয়া-প্লে এর জন্য কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

ভাই ও বোনেরা,

যাইহোক, আমি আর আপনাদের সময় নিব না। আমি এই কয়েকটি কথা বললাম যাতে আমরা নিজেদের মনে করিয়ে দিতে পারি যে - সবশেষে আমরা হচ্ছি মুসলিম। আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমরা জানি যে, আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা নির্ধারণ করেছেন তা কখনোই আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না। আর যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেন নি - তা কখনোই আমাদের নিকট আসবে না।

আমরা আরও জানি যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ক্যান্সারে পি.এইচ.ডি. নয়, অর্থ রোজগারও নয়। আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে - আল্লাহর ইবাদত করা। আর আমি আল্লাহর ইবাদত বাহিরে এই মসজিদে যেমন ভাবে করতে পারতাম, কারাগারে থেকে এর থেকেও ভালোভাবে করতে পারবো ইনশা আল্লাহ।

আমি আশা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আমার ভাই-বোনদের মাঝে শীঘ্রই পৌঁছে দিবেন। তিনি আপনাদের সবাইকে আর বাকি সকল মুসলিমদের এই পৃথিবীতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।

আমীন – ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।

উৎস: https://www.youtube.com/watch?v=4DJHmq2yShs
এই ভিডিও থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত।

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/

আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল
সার্চ করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন

Ummah Network

Ummah News

Voice of Islam

IBADAH